CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-247 ■ 8 June, 2026 ■ আগরতলা ৮ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিসিটিভি মডেল দেশে প্রথম চালু হচ্ছে ত্রিপুরায় ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গত ৫ই জুন আগরতলায় বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের সদর দপ্তরে একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নত ও ব্যাপক সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উপর আলোকপাত করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেছেন, সীমান্ত সুরক্ষা শুধুমাত্র নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্ব নয় এটি একটি সামগ্রিক আঞ্চলিক দায়িত্ব। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, সরপঞ্চ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)-কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্টমন্ত্রকের সিসিটিভি মডেল দেশের সর্বপ্রথম ত্রিপুরা সীমান্তে চালু করা হবে। বিএসএফের ক্যামেরাগুলি আধুনিকীকরণ করে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সীমান্ত নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিটি সীমান্ত এলাকাকে শক্তিশালী করছে।

শুধু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াই নয়, বরং স্থানীয় প্রশাসন, স্মার্ট প্রযুক্তি এবং বিএসএফ-সহ সম্পূর্ণ ভূখণ্ডগত প্রতিরক্ষাই একটি পুরোপুরি সুরক্ষিত ও ত্রুটিহীন সীমান্ত জাল তৈরি করবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাদক ও অস্ত্রের হুমকি মোকাবেলায় সীমান্তবাসীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিবির আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি এই শিবিরগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধি, স্থানীয় পুলিশ এবং বিএসএফ কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রী অমিত শাহ বলেছেন, মাদক ও অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধে ঘন ঘন অভিযান চালাতে হবে এবং মাদক পাচারে জড়িত সমগ্র চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সীমান্ত জেলাগুলিতে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা রাজ্যগুলিরও দায়িত্ব। তিনি কালেক্টর ও জিএসটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সি.বি.ডি.টি)-কে জাল মুদ্রার বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রী শাহ সীমান্তে আর্থিক লেনদেন, বড় বড় ভবন নির্মাণ এবং সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কড়া নজর রাখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিগত পাঁচ বছরের ভূমি রেকর্ড পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সীমান্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধনে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা, মুখ্যসচিব, আট জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারগণ, বিএসএফের উচ্চপদস্থ অধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজ দিল্লিতে ইন্ডিজোটের বৈঠক

কংগ্রেসের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জেএমএম ও সিপিএম

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস বাংলা)।। ৮ জুন রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই জোটের অভ্যন্তরে মতভেদ ও অসন্তোষ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালালেও জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক দলগুলির মধ্যে ডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) এবং সিপিআই(এম)-এর একাংশ কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে।

তামিলনাড়ুর প্রধান আঞ্চলিক দল ডিএমকে ইতিমধ্যেই বৈঠক বয়কটের ঘোষণা করেছে। দলের মুখপাত্র সরবণন অন্নাদুরাই আইএএনএস-কে বলেন, "কংগ্রেস যেখানে উপস্থিত থাকবে, সেখানে আমরা থাকতে চাই না। তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ডিএমকের কর্মীদের পরিশ্রম ও ত্যাগকে ব্যবহার করে পরে নিজেদের স্বার্থে শিবির বদল করেছে।"

তবে তিনি জানান, ডিএমকে অন্য বিরোধী দলগুলির মতামত শুনতে আগ্রহী এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে আলোচনার পক্ষে।

এদিকে, ঝাড়খণ্ডে রাজ্যসভার দুটি আসনকে কেন্দ্র করে জেএমএম-কংগ্রেস সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। জেএমএম উভয় আসনেই নিজেদের প্রার্থী দিতে চাইলেও কংগ্রেস একতরফাভাবে একটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করায় তারা ক্ষুব্ধ। যদিও জোটের সংখ্যা দুই আসন জেতার জন্য যথেষ্ট।

অন্যদিকে, কেরল নির্বাচনে কংগ্রেসের আচরণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সিপিআই(এম)। দলের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. বেবি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে-কে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে গোপন সমঝোতার অভিযোগ তুলেছেন।

সিপিআই(এম) নেতা হান্নান মোল্লা বলেন, "জোটের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে কংগ্রেসের দায়িত্ব বেশি। কিন্তু তারা সেই পরিপক্কতা দেখাতে পারছে না। নেতৃত্ব দিতে গেলে সব শরিককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়।"

তিনি বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র সমালোচনা করে বলেন, "এক জায়গায় সিপিআই(এম)-কে, অন্য জায়গায় ডিএমকে-কে আক্রমণ করলে জোটকে একসঙ্গে রাখা সম্ভব নয়। এভাবে চললে জোটের ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

আগামীকালের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক ব্যানার্জি, ওমর আবদুল্লাহ-সহ প্রায় ১৫টি বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা। তবে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) এবং শিবসেনা

৫ এর পাতায় দেখুন

অবশেষে ত্রিপুরায় বর্ষার আগমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। অবশেষে ত্রিপুরার আকাশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর -এর আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, ৭ জুন ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশে প্রবেশ করেছে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরায় মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ এ বছর স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দুই দিন বিলম্বে হয়েছে। সাধারণত ৫ জুনের মধ্যে রাজ্যে মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে থাকে। তবে চলতি বছরে তা ৭ জুন প্রবেশ করেছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ২৬ মে রাজ্যের সর্বত্র প্রবেশ করেছিল, যা ছিল স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেকটাই আগে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি

৫ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘর থেকে উদ্ধার ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। নতুন বাজার থানাধীন জোড়ানিয়া কারবাড়ি পাড়া এলাকায় এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম সুনিতা জমাতিয়া (১৮)।

জানা গেছে, সুনিতা জমাতিয়া চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হন। রবিবার সকালে দীর্ঘ সময় ঘুম থেকে না ওঠায় বাড়ির মালিক তাকে ডাকাডাকি করেন। তবে ভেতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হলে ঘরের দরজা ভেঙে দেখা যায়, ঘরের ভেতরে তার ঝুলন্ত দেহ রয়েছে।

খবর পেয়ে নতুন বাজার থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মৃতার *৫ এর পাতায় দেখুন*

তেলিয়ামুড়ায় হাসপাতাল বিতর্কে

জনপ্রতিনিধিদের ভোট প্রচারের আলোয় রাখতে এধরনের পদক্ষেপ ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের আকস্মিক পরিদর্শন এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর বাগ্বিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এই ঘটনায় বিধায়িকার ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন এবং হাসপাতালের অনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।

শনিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শনে যান তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে অনিয়ম, কর্মীদের অনুপস্থিতি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নানা অভিযোগ তাঁর নজরে আসে। এরপর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজা জমাতিয়ার সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা।

রবিবার এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে হাসপাতাল পরিদর্শন করা বিধায়িকার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। তবে তিনি যে পদ্ধতিতে ক্যামেরা ও দলবল নিয়ে একজন সরকারি আধিকারিককে জনসমক্ষে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাঁর মতে, এ ধরনের পদক্ষেপ সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই কিছু জনপ্রতিনিধি নিজেদের প্রচারের আলোয় রাখতে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রশাসনিক বৈঠক ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেত।

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের ঘটনাটি আসলে রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রয়োজনীয় শূন্যপদ পূরণ করা হয়নি, ফলে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংকটে ভুগছে। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

তবে বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার *৫ এর পাতায় দেখুন*

কৃষকদের সহায়তায় আগরতলায় চালু কিষান হেল্পলাইন সেন্টার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। কৃষকদের কৃষি পরামর্শ, সম্প্রসারণমূলক সেবা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আগরতলার নাগিছড়া স্থিত রাজ্য উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে কিষান হেল্পলাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, ২০০৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের সময়মতো কৃষি তথ্য ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করার উদ্দেশ্যে কিষান কল সেন্টার চালু করা হয়েছিল। ২০২৬ সালে এই উদ্যোগের পরিসর বৃদ্ধি করে এর নাম পরিবর্তন করে কিষান হেল্পলাইন সেন্টার রাখা হয়েছে, যাতে কৃষি পরামর্শের পাশাপাশি কৃষক আউটরিচ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ আরও কার্যকরভাবে করা যায়।

মন্ত্রী আরও জানান, কৃষকরা ১৮০০-১৮০-১৫৫১ টোল-ফ্রি নম্বরে ফোন করে এই পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি বলেন, দেশজুড়ে ২২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে কিষান হেল্পলাইন নেটওয়ার্ক পরিচালিত হচ্ছে, যার মোট ধারণক্ষমতা ৪৫০টি সিট। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রালয় , ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আগরতলা কেন্দ্রটি ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মেঘালয় রাজ্যের কৃষকদের সেবা প্রদান করবে। এই কেন্দ্রটি প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, এমনকি রবিবার ও সরকারি ছুটির দিনেও চালু থাকবে।

মন্ত্রী আরও জানান, অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। প্রথমে অভিযোগগুলি কিষান হেল্পলাইন সেন্টারের সুপারভাইজার দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়। প্রয়োজন হলে সেগুলি সংশ্লিষ্ট সেকশন অফিসার, গ্রিভেন্স অফিসার বা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির কাছে পাঠানো *৫ এর পাতায় দেখুন*

মহারাজগঞ্জ বাজারে অবৈধভাবে জমি বিক্রির অভিযোগ দুই সম্পাদকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। মহারাজগঞ্জ বাজারে সরকারি জমি অবৈধভাবে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাজার কমিটির কয়েকজন পদাধিকারীর বিরুদ্ধে সরকারি জায়গা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন বাজারের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা।

অভিযোগ অনুযায়ী, মহারাজগঞ্জ বাজারের সুলভ শৌচাগারের পেছনে অবস্থিত একটি খালি জায়গায় একসময় আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে এলাকার কিছু ব্যবসায়ীকে অস্থায়ীভাবে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেলে জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে ছিল।

অভিযোগ উঠেছে, মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নকুল দেবনাথ, পাইকারি ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক বিকাশ সাহা এবং খান্না মার্কেটের সহ-সভাপতি হরিহর দেবনাথ ওই খালি জায়গা নিজেদের উদ্যোগে দুই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ওই জায়গায় নির্মিত দুটি ঘর প্রায় ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাজারের ব্যবসায়ী উত্তম কর্মকারের কাছে বিক্রি করা হয়। পাশাপাশি আরও একটি দোকানঘর ১২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

রবিবার সেখানে স্থায়ী দালান নির্মাণের কাজ শুরু হলে বিষয়টি বাজারের কেন্দ্রীয় কমিটির নজরে আসে। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা নির্মাণকাজে বাধা দেন এবং ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের ডেকে আনেন। তাদের প্রশ্ন, সরকারি জমি কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করা হলো এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোন ভিত্তিতে জমির মালিকানা সংক্রান্ত নথিপত্র দেখাচ্ছেন।

এদিকে, শুধু মহারাজগঞ্জ বাজারই নয়, দুর্গা চৌমুহনী বাজারের অস্থায়ী কমিটির বিরুদ্ধেও সরকারি জায়গা দখল ও স্থায়ী কাঠামো নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারীরা। বিশেষ করে দুর্গা চৌমুহনী মাছ বাজার সংলগ্ন এলাকায় একাধিক সরকারি জমি দখল করে পাকা ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু *৫ এর পাতায় দেখুন*

তিন মাসে দুইবার বাড়ল এলপিজি গ্যাসের দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন ।। সাধারণ মানুষের ওপর ফের মূল্যবৃদ্ধির চাপ। তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বাড়ানো হলো গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত এলপিজি রান্নার গ্যাসের দাম। শনিবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হওয়া নতুন মূল্যে ১৪.২ কেজি ওজনের প্রতি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশোধিত মূল্য রবিবার থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারী কোটি কোটি গ্রাহকের মাসিক ব্যয়ে আরও চাপ পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মার্চ মাসেও এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মাত্র

৫ এর পাতায় দেখুন

অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী ঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস)।। গত ১২ বছরে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। রবিবার প্রকাশিত একটি সরকারি তথ্যপত্রে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত নিয়মনির্ভর ব্যবস্থার পরিবর্তে সহায়ক ও সুবিধাভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ফলেই এই সাফল্য এসেছে।

তথ্যপত্র অনুযায়ী, বিশ্বব্যাংক-এর 'ব্যবসা করার প্রতিবেদন ২০২০-এ ভারতের অবস্থান ২০১৪ সালের ১৪২ নম্বর থেকে ২০১৯ সালে ৬৩ নম্বরে উঠে আসে। মাত্র পাঁচ বছরে ৭৯ ধাপ অগ্রগতি দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতির প্রতিফলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া আইএমডি-এর 'বিশ্ব প্রতিযোগিতা র‍্যাঙ্কিং ২০২৫-এ ভারতের স্থান ২০২১ সালের ৪৩ থেকে ২০২৫ সালে ৪১-এ উন্নীত হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবসায়িক সক্ষমতা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন করা হয়।

সরকারি তথ্যপত্রে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংক-এর 'গভটেক পরিপক্কতা সূচক'-এ ভারত ২০২০, ২০২২ এবং ২০২৫ সালে 'গ্রুপ এ' শ্রেণিতে স্থান পেয়েছে। এই বিভাগে সেই দেশগুলিকে রাখা হয়, যারা ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা, সরকারি পরিষেবা প্রদান এবং নাগরিক অংশগ্রহণে উন্নত ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

অন্যদিকে, জাতিসংঘ-এর ই-গভর্নমেন্ট সমীক্ষাতেও ভারত উচ্চ স্কোর অর্জন করেছে। বিশেষত অনলাইন পরিষেবা, টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ সূচকে ভারতের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য বলে জানানো হয়েছে।

সরকারের দাবি, ব্যবসা শুরু করা, নিবন্ধন, লজিস্টিক সহায়তা, দেউলিয়া নিষ্পত্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম সরলীকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা চালুর ফলে উদ্যোক্তাদের জন্য পরিবেশ আরও সহজ হয়েছে।

তথ্যপত্রে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের *৫ এর পাতায় দেখুন*

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 08-06-2026, 00:35

জাগরণ
আগরতলা ৮ জুন, ২০২৬ ইং
২৪ জৈষ্ঠ্য, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

টলমলে ইন্ডিয়া জোট

বিরোধীদের ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অস্তিত্ব রক্ষার মহাবৈঠক অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও একাধিক দলের বয়কটের জেরে চরম সংকটের মুখে পড়িয়াছে। দীর্ঘ ১০ মাস পর ৮ জুন নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এই বৈঠকে জোটের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ডিএমকে এবং আম আদমি পার্টি (আপ) অনুপস্থিত থাকিতেছে। পাশাপাশি কংগ্রেসকে কড়া চিঠি দিয়া অস্বস্তি বাড়াইয়াছে সিপিএম ।তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের পর সেখানে কংগ্রেস সি জোসেফ বিজয়ের দল ”টিভিকে” র সঙ্গে হাত মেলাওয়ায় ক্ষুব্ধ ডিএমকে। কংগ্রেস পিছন থেকে ছুরি মারিয়াছে এই অভিযোগ তুলিয়া এম কে স্ট্যালিনের দল স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে তাহারা এই বৈঠকে অংশ নিবে না। এমনকি সংসদেও কংগ্রেসের পাশে বসিতে আপত্তি জানাইয়াছে তাহারা ।লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই আপ ধীরে ধীরে ইন্ডিয়া জোট থেকে দূরত্ব বাড়াইতে শুরু করিয়াছিল। দিল্লির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতেছেন না। বৈঠকের ঠিক আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গেকে কড়া চিঠি পাঠাইয়াছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য এম এ বেবি। কেরল নির্বাচনের সময় রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব সিপিএম-বিজেপি আঁতাতের যে অভিযোগ তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ্য ব্যাখ্যা চাহিয়াছে বামেরা। কংগ্রেসের অবস্থান খোলসা না হইলে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে তাহারা। পশ্চিমবঙ্গে জোর ধাক্কা খাওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জোটে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দিল্লি পৌঁছিয়াছেন। তবে দলের অন্দরে সাংসদ ভাঙানোর জল্পনার মাঝেই এই বৈঠকে যোগ দিতেছেন তৃণমূল নেত্রী।একদিকে বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেসের দুর্বল পারফরম্যান্স এবং অন্যদিকে তামিলনাড়ু বা কেরলের মতো রাজ্যে শরিকদের সাথে তীব্র সংঘাত সব মিলাইয়া অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার এই বৈঠক শুরুর আগেই ‘ইন্ডিয়া’ জোটের ফাটল আরও স্পষ্ট করিয়া দিল।

গত ১০ মাসে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সর্বোচ্চ স্তরের কোনও ঘোষিত বৈঠক হয়নি। শেষ বার হইয়াছিল গত বছরের অগস্টে। তখনও মমতা, স্ট্যালিনেরা শাসনক্ষমতা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন নিজ নিজ রাজ্যে।

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের পর এই প্রথম বৈঠকে বসিতেছে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’। সোমবার দুপুরে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বসিবে বৈঠক। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী প্রথম বৈঠকের আগে দৃশ্যত নড়বড়ে বিরোধী শিবির। পূর্ণশক্তি প্রদর্শন তো দূর, আঞ্চলিক রাজনীতিতে বেআব্রু হইয়া পড়া শরিকি-দ্বন্দ্ব আড়াল করিবার চেষ্টাই বেশি প্রকট হইল বৈঠকের আগে।

বিজেপি-বিরোধী দলগুলির এই জোট তৈরি
হইয়াছিল ২০২৩ সালে। ওই বছরের জুনে পটনায় প্রথম বৈঠক বসিয়াছিল। বৈঠক ডাকিয়াছিলেন জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার। তখন ১৫টি দল যোগ দিয়াছিল বৈঠকে। তার পরের মাসে বেঙ্গালুরু বৈঠকে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে ‘ইন্ডিয়া’। দৃশ্যত দুর্বল হইয়া পড়া কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া ঘোষিত হয় ২৬টি বিরোধী দলের জোট। তবে ওই সময়ে বিরোধী জোটের বৈঠকে ‘প্রধান মুখ’ হিসাবে রাহুল গান্ধী, সনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খড়্গেদের পাশাপাশি থাকিতেন নীতীশ কুমার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরীবাল, এমকে স্ট্যালিন, সীতারাম ইয়েচুরিরা। তাঁহাদের দল তখন বিজেপি-বিরোধী শক্তি হিসাবে কোনও না কোনও রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু গত তিন বছরে ক্রমে ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে এই আঞ্চলিক দলগুলি। তবে কেজরীকে অনেক আগেই দিল্লি থেকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছে বিজেপি। কেউ আবার শিবির বদলাইয়া শাসক জোট এনডিএ-তে গিয়াছে। কংগ্রেসও তাহাদের ‘দুর্বল’ ভাবমূর্তি বদলাইতে পারেনি ।অন্য দিকে, বর্তমান আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সঙ্গে শরিকদের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হইয়াছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ার কারণে ‘ইন্ডিয়া’র থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করিতে শুরু করিয়াছে কেজরীবালের দল। সিপিএম এবং ডিএমকে-র সঙ্গেও কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব সম্প্রতি প্রকট হইয়াছে। একই সঙ্গে প্রকট হইয়াছে বিরোধী জোটের টলমল দশাও। পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বিজেপি-বিরোধী জোটের ‘মুখ’ হিসাবে যে দু’জনের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত মমতা এবং স্ট্যালিন, উভয়েই নিজ আসনে পরাস্ত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত
হইয়াছে তৃণমূল, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে। তামিলনাড়ুর ভোটে স্ট্যালিনদের ভরাডুবি হইতে না হতেই সে রাজ্যে ডিএমকে-র হাত ছাড়িয়াছে কংগ্রেস। জোট বাধিয়াছে টিভিকে-র সঙ্গে। এখন তামিলনাড়ুতে টিভিকে-র শাসকজোটের অন্যতম শরিক কংগ্রেস। ভোটের পর থেকেই ডিএমকে এবং কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। এ বার বিরোধী জোটের বৈঠকও বয়কট করিল স্ট্যালিনের দল।

আবার কেরলের ভোটের সময়ে সিপিএম এবং বিজেপির মধ্যে ‘সমঝোতার’ তত্ত্ব উস্কে দিয়াছিল কংগ্রেস। কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বাম নেতা পিনরাই বিজয়নের সঙ্গে মোদীর গোপন আঁতাতের অভিযোগ তুলিয়াছিল তাহারা। এ নিয়ে কংগ্রেসের উপর অসন্তুষ্ট সিপিএম। সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গেকে চিঠি পাঠাইয়া ছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করিবার জন্য বলিয়াছেন তিনি। সোমবারের বৈঠকে তাহারা প্রতিনিধি পাঠাইতে ঠিকই, তবে কংগ্রেসের আচরণে যে অসন্তোষ রহিয়াছে তাহা-ও বুঝাইয়া দিয়াছে। অতীতে এই ধরনের বৈঠকগুলিতে সিপিএমের তরফে প্রয়াত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইয়েচুরিকে দেখা যাইত। তবে এ বার সিপিএম সাধারণ সম্পাদক বেবি বৈঠকে যোগ দিতেছে না। কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতাকেও পাঠানো হইতেছে না। রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাসকে সোমবারের বৈঠকে পাঠাইতেছে সিপিএম। একই ভাবে আরেক বাম দল আরএসপি-র সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্যও যোগ দিতেছেন না ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে। তাঁর বদলে যাইবেন সাংসদ রামচন্দ্রন। বিরোধী জোটের কার্যপ্রণালি নিয়াও অতীতে প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে বৈঠকের ‘ধারাবাহিকতার অভাব’ নিয়াও। গত ১০ মাসে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সর্বোচ্চ স্তরের কোনও ঘোষিত বৈঠক হয়নি। শেষ হয়েছিল গত বছরের অগস্টে। দিল্লিতে রাহুলের বাসভবনে আয়োজিত ওই বৈঠকে ২৫টি দলের প্রায় ৫০ জন নেতা যোগ দিয়াছিলেন। ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, মেহবুবা মুফতি। বেবিও ছিলেন ওই বৈঠকে। তার আগে বিরোধী জোটের নেতাদের শেষ মুখোমুখি বৈঠক হইয়াছিল ২০২৪ সালে জুনে। মাঝের এই দীর্ঘ ব্যবধান কেন, তাহা নিয়া ‘ইন্ডিয়া’কে মাঝে মাঝেই প্রশ্নের মুখে পড়িতে হইয়াছে। তিন বছর আগে যে দলগুলি জোট ছিল, তাহাদের অনেকেই এখন ‘ইন্ডিয়া’র সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করিয়াছে। এর মধ্যে জেডিইউ শিবির বদলে শাসক জোটে চলিয়া গিয়াছে। আপ প্রকাশ্যে বিরোধী জোটের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখিতেছে। ডিএমকে-ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে ।এ অবস্থায় সোমবারের বৈঠকে কতগুলি দল যোগ দেবে, তাহা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

গবেষণাগারে দুর্ঘটনা কি সুপারহিরোর জন্ম দেয়

জয় কুমার দে

গবেষণা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত অতিমাত্রার গামা রশ্মিতে বিকিরিত হয় ব্রুস ব্যানার। ফলে তার ডিএনএতে পরিবর্তন আসে। এরপর তার ডিএনএর সঙ্গে রাগ এমনভাবে সম্পর্কিত হয়ে যায় যে পরে যখনই সে রেগে যেত, তার গায়ের রং সবুজ হয়ে যেত। সে পরিণত হতো অতি শক্তিশালী এক বিশাল আকারের দৈত্যে। এটাই মার্ভেল কমিকসের বিখ্যাত চরিত্র দ্য হাল্ক। এভাবে কমিকস বই ঘাঁটতে থাকলে পরপর এমন অনেক চরিত্র পাওয়া যাবে, যারা হয় গবেষণার বস্তু ছিল অথবা গবেষণাগারে দুর্ঘটনার কারণে অতিমানবীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

আসলেই কি এমন দুর্ঘটনা ঘটে? কী ঘটে সেসব দুর্ঘটনাকবলিত মানুষদের ভাগ্যে? কমিকস বইয়ে যেমন দুর্ঘটনার বর্ণনা থাকে, তার কাছাকাছি দুটি বাস্তব দুর্ঘটনার গল্প তুলে ধরছি এখানে। দুটি দুর্ঘটনাতেই কণা ত্বরকের ব্যবহার জড়িত। কণা ত্বরক যন্ত্রে তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন কণা রশ্মির গতি বৃদ্ধি করা হয় এবং উচ্চ গতির সেসব কণা নিয়ে বিভিন্ন রকম গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোতভিনো শহর বিখ্যাত ছিল ইউ-৭০ নামে সিনক্রোটন যন্ত্রের কারণে। প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ বায়ুশূন্য টিউবসহ এ যন্ত্রটিই ছিল সে সময়কার সবচেয়ে বড় কণা ত্বরক। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। ৩৬ বছর বয়সী এক বিজ্ঞানীকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মস্কোর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সে সময় তাঁর চেহারার এক পাশ ফোলা ছিল। তাঁর মেডিকেল রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়: ‘তীব্র মাত্রার প্রোটন রশ্মি তাঁর মস্তিষ্কের পেছন দিয়ে প্রবেশ করে বাঁ নাসারন্ধ্র হয়ে বের হয়ে গেছে।’ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক দুর্ঘটনা বলতে আমরা কেবল চেরনোবিল দুর্ঘটনাকেই বুঝি, কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল চেরনোবিল দুর্ঘটনার আরও আট বছর আগে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোতভিনো শহর বিখ্যাত ছিল ইউ-৭০ নামে সিনক্রোটন যন্ত্রের কারণে। প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ বায়ুশূন্য টিউবসহ এ যন্ত্রটিই ছিল সে সময়কার সবচেয়ে বড় কণা ত্বরক। এটি ৭৬ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটন রশ্মি উৎপাদন করতে পারত। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন ইনস্টিটিউট ফর হাই এনার্জি ফিজিকসের এক গবেষক আনাতোলি বুগরস্কি ইউ-৭০ সিনক্রোটনের কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ডিটেকশন সিস্টেমের একটি ত্রুটি সারানোর জন্য।

সাধারণত যেসব গবেষণাগারে এমন উচ্চ শক্তির গবেষণা হয়, সেখানে কর্মরত গবেষকদের নিরাপদে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সুরক্ষাব্যবস্থা থাকে। সেদিন বুগরস্কি যে কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, সে কক্ষের বাইরে একটি নিরাপত্তাবাতি ছিল। যদি কক্ষের ভেতরে যন্ত্র চালু থাকে, তবে বাতিটি জ্বলার কথা। আর বাতিটি জ্বলন্ত অবস্থায় থাকলে কক্ষে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন বাতিটি নষ্ট ছিল এবং ভেতরে যন্ত্রটি চালু ছিল। সে কারণে কক্ষের ভেতরে ডিটেকশন টিউবে আবর্তিত হচ্ছিল অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটন রশ্মি। সাধারণত যেসব গবেষণাগারে এমন উচ্চ শক্তির গবেষণা হয়, সেখানে কর্মরত গবেষকদের নিরাপদে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সুরক্ষাব্যবস্থা থাকে। কক্ষের বাইরের বাতিটি নেভানো দেখে বুগরস্কি কোনো বিপদের আঁচ করতে পারেননি। তিনি কক্ষের দরজা খোলেন, ভেতরে প্রবেশ করেন এবং ত্রুটি সারাতে থাকেন। কাজ করতে গিয়ে সিনক্রোটন যন্ত্র থেকে ছুটে আসা উচ্চ শক্তির প্রোটন রশ্মি তাঁর মাথার পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিষ্ক ভেদ করে বাঁ নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে যায়! যেন একটি উচ্চ গতির বুলেট তাঁর মাথার পেছন দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্ক এফোঁড়-ওফোঁড় করে নাকের গোড়া দিয়ে বেরিয়ে গেল। তাঁর নিজের ভাষ্যমতে, দুর্ঘটনাকালে তিনি এত তীব্র আলোর ঝলকানি অনুভব করেছিলেন, যেটার উজ্জ্বলতা ১ হাজারটা সূর্যের চেয়েও বেশি ছিল!

এরপর কী হলো? এই দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে বুগরস্কি অসুস্থ হননি। তিনি তাঁর কাজ শেষ করেন। কক্ষের বাইরে আসেন এবং যথারীতি লগবুক এন্ট্রি সম্পন্ন করেন। কিন্তু বিপত্তি শুরু হয় সেদিন রাত থেকে। তাঁর চেহারার বাঁ পাশ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যেতে থাকে। পরদিন সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল মস্কোর হাসপাতাল নম্বর-৬ এ। বিকিরণজনিত দুর্ঘটনার চিকিৎসায় এই হাসপাতাল বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে চেরনোবিল দুর্ঘটনায় পীড়িতদেরও এই হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। যাহোক, বুগরস্কির চিকিৎসা অনেকাংশেই গোপন রাখা হয়েছিল। প্রায় দেড় বছর পর তিনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। একজন মানুষের জন্য বিকিরণের মারাত্মক মাত্রা যেখানে ৫-৬ গ্রে (ওা), সেখানে দুর্ঘটনাকালে বুগরস্কি প্রায় ২ হাজার গ্রে ডোজের বিকিরণে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত তীব্র গতির প্রোটন রশ্মি তাঁর মস্তিষ্ক ভেদ করা সত্ত্বেও তিনি জীবিত ফিরলেন কীভাবে?

বুগরস্কির চেহারার বাঁ পাশ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যেতে থাকে। পরদিন সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল মস্কোর হাসপাতাল নম্বর-৬ এ।

তাঁকে প্রাণে বাঁচানোর পেছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, তাঁর মাথায় যে প্রোটন রশ্মি আঘাত করেছিল, সেটি অবশ্যই উচ্চ শক্তির ছিল, কিন্তু রশ্মিটি ছিল কেন্দ্রীভূত। এর প্রস্থচ্ছেদ ছিল মাত্র ২ বাই ৩ মিলিমিটার (২ × ৩ মিমি), অর্থাৎ রশ্মিটি ছিল অত্যন্ত সরু। সে কারণে এটি পুরো মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়েনি, বরং মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে গেছে এবং শুধু ওই অংশটুকুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণটি ছিল, রশ্মিটি পুরোপুরি তাঁর শরীরে শোষিত হয়নি। রশ্মিটি তাঁর মাথার পেছন দিয়ে প্রবেশ করে বাঁ নাসারন্ধ্রের নিচ দিয়ে বের হয়ে যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, রশ্মিটি অল্প সময়ের জন্য তাঁর শরীরের খুব অল্প অংশের মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁর যতটুকু শারীরিক ক্ষতি হওয়ার ছিল, তা এই সামান্য সময়েই সাধিত হয়।

বুগরস্কি যদি মার্ভেল বা ডিসি কমিকসের কোনো চরিত্র হতেন, তাহলে হয়তো এমন দুর্ঘটনার পর অতিমানবীয় শক্তি লাভ করে ফেলতেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁকে বেশ কিছু শারীরিক বিকলাঙ্গতা মেনে নিতে হয়েছিল, যেগুলো পরে আর কখনোই ভালো হয়নি। যেমন বাঁ কানের শ্রবণশক্তি তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। সব সময় কানে একধরনের গুঞ্জন শুনতেন, মাঝেমধ্যেই তাঁর খিঁচুনি হতো এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তবে সৌভাগ্যবশত বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো সমস্যা তাঁর হয়নি। সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান এবং পরে পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করেন। আশার কথা হচ্ছে, তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং ২০২০ সালে ৭৭ বছর বয়সে তিনি অবসরে যান। চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর তিনিও রেডিয়েশন ভিকটিম হিসেবে রাষ্ট্র থেকে সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

বাস্তব জীবনে বুগরস্কিকে বেশ কিছু শারীরিক বিকলাঙ্গতা মেনে নিতে হয়েছিল, যেগুলো পরে আর কখনোই ভালো হয়নি। যেমন বাঁ কানের শ্রবণশক্তি তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন।

এই গল্প ভিয়েতনামের। রাজধানী শহর হ্যানয়ে অবস্থিত হ্যানয় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস। এখানে পরিচালিত হতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়ার গবেষণা। এই প্রতিষ্ঠানের দুটি কণা ত্বরক যন্ত্র ছিল। প্রথমটি আনা হয়েছিল হাঙ্গেরি থেকে, যা ১৪ মেগাইলেকট্রন ভোল্টের নিউট্রন তৈরি করতে পারত। আর অন্য কণা ত্বরক যন্ত্রটি ছিল এম-১৭ মাইক্রোটন, যা প্রায় ১৫ মেগাইলেকট্রন ভোল্টের ইলেকট্রন ব্যবহার করে উচ্চ শক্তির ইলেকট্রন রশ্মি এবং এক্স- রে উৎপাদনে সক্ষম ছিল। ১৯৯১ সালে এসে প্রথম কণা ত্বরক যন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। তাই সব গবেষণা এম-১৭ মাইক্রোটন দিয়েই পরিচালিত হতো। এই যন্ত্রে বৃত্তাকার পথে ইলেকট্রন রশ্মিকে ত্বরান্বিত করা হতো। এরপর যখন ইলেকট্রন রশ্মি পর্যাপ্ত গতিশক্তিসম্পন্ন হতো, তখন সেটি দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করা হতো। এই যন্ত্রের দুটি গাইডিং টিউব ছিল। একটি টিউবে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ছিল টাংস্টেন। যখন উচ্চ গতির ইলেকট্রন রশ্মি এটিকে আঘাত করত, তখন এক্স-রে উৎপাদিত হতো।

১৯৯২ সালের ১৭ নভেম্বর দুপুরের দিকে একদল গবেষক সেখানে আসেন। সেই দলটির প্রধান ছিলেন স্বয়ং ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাঁদের গবেষণার লক্ষ্য ছিল, কণা ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চ শক্তির এক্স-রে উৎপাদন করে তা স্বর্ণের আকরিকের নমুনার ওপর আপতিত করে দেখা।

পরিচালক সাহেব নিজেই তাঁর দুজন সহকারীসহ কণা ত্বরক যন্ত্রের কক্ষে ঢুকলেন। তিনি নিজেই সোনার আকরিকের নমুনাটিকে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করলেন। এরপর তাঁরা কণা ত্বরক যন্ত্রের কক্ষ থেকে বের হয়ে মূল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু করিডরের মাঝামাঝি এসে পরিচালক তাঁর একজন সহকারীকে বললেন হাত ধোয়ার সাবান আনতে। সহকারী সাবান আনতে গেলেন, আর পরিচালক সাহেব হাঁটা শুরু করলেন বেসিনের দিকে। ১৯৯১ সালে এসে প্রথম কণা ত্বরক যন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। তাই সব গবেষণা এম-১৭ মাইক্রোটন দিয়েই পরিচালিত হতো। এই যন্ত্রে বৃত্তাকার পথে ইলেকট্রন রশ্মিকে ত্বরান্বিত করা হতো। এদিকে সহকারী সাবান আনতে গিয়ে মূল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অপারেটরকে জানিয়ে এলেন, পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য যন্ত্র প্রস্তুত, চাইলেই শুরু করা যেতে পারে। অন্যদিকে পরিচালক সাহেব বেসিনের দিকে না গিয়ে কী মনে করে আবার কণা ত্বরক যন্ত্রের কক্ষে প্রবেশ করলেন। একটু আগেই যথাস্থানে রেখে যাওয়া আকরিকের নমুনাটিকে তিনি আরেকটু নাড়াচাড়া করে আরও ভালোভাবে রাখতে চাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এরই মধ্যে অপারেটর যন্ত্র চালু করে দেন। সাবান নিয়ে ফিরে এসে সহকারী বেসিনের কাছে পরিচালককে দেখতে পেলেন না। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। দৌড়ে কণা ত্বরক যন্ত্রের কক্ষের কাছে গিয়ে দেখলেন কক্ষের দরজা খোলা। সহকারী চিৎকার করে পরিচালক সাহেবের নাম ধরে ডাকলেন, কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন না। কারণ, কক্ষের ভেতরে জেনারেটর চলছে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র চলছে, কুলিং সিস্টেম চলছে। এত কিছুর আওয়াজে বাইরের চিৎকার কানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উপায় না পেয়ে সহকারী দৌড়ে মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষে গেলেন, অপারেটরকে জরুরি ভিত্তিতে যন্ত্র বন্ধ করতে বললেন। ততক্ষণে যন্ত্রটি ২ থেকে ৪ মিনিট চলেছে। যন্ত্র বন্ধ করে তড়িঘড়ি মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে দুজন ছুটে গেলেন কণা ত্বরক যন্ত্রের দিকে। গিয়ে দেখেন, পরিচালক সাহেব তখনো নমুনার স্থান ঠিক করায় মগ্ন! পরিচালক সাহেব তখনো বুঝতে পারেননি কী হয়েছে; তিনি বেশ শান্ত ভঙ্গিতেই হাত ধোয়ার জন্য কক্ষ থেকে বের হলেন। তারপর তাঁকে জানানো হলো যে তিনি যখন কক্ষের ভেতরে ছিলেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রটি চালু ছিল। শুনে তিনি কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ রইলেন। বিকিরণ পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর হাত থেকে ৫১১ কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির গামা রশ্মি নির্গত হচ্ছে।

দৌড়ে কণা ত্বরক যন্ত্রের কক্ষের কাছে গিয়ে দেখলেন কক্ষের দরজা খোলা। সহকারী চিৎকার করে পরিচালক সাহেবের নাম ধরে ডাকলেন, কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন না। তিনি নিশ্চিত হলেন যে তাঁর হাত আসলে বিকিরিত হয়েছে, কিন্তু তখনো তিনি জানতেন না বিকিরণের মাত্রা কতটা গুরুতর। কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও নিজ হাতের বিকিরণ পরীক্ষা করলেন, এবার আগের মতো বিকিরণ পেলেন না। তিনি ধরেই নিলেন সবকিছু স্বাভাবিক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইনস্টিটিউটের সবাই জেনে গেল দুর্ঘটনার ব্যাপারে, কিন্তু কেউই কোনো পদক্ষেপ নিল না। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর হাতে অদ্ভুত অনুভূতি টের পেলেন, কিন্তু তখনো তিনি বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, আর্থাইটিসের জন্য এমন হচ্ছে। এরপর আট দিন তিনি কোনো সমস্যা ছাড়াই নিয়মিত কাজে যান। দশম দিনে এসে তাঁর হাত ফুলে যায় এবং তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসার শুরুতে বিকিরণ দুর্ঘটনার বিষয়টিকে সেভাবে বিবেচনায় আনা হয়নি। প্রায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় পর, যখন ক্ষতের অবস্থা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন বিকিরণের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ফ্রান্সের প্যারিসেও নেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর একটি পুরো হাত এবং অন্য হাতের সব কটি আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়। প্রায় দুই বছর চিকিৎসা শেষে ১৯৯৪ সালে তিনি আবার হ্যানয়ে ফিরে আসেন। বিজ্ঞানী মেরি কুরি ছিলেন রেডিয়ামের আবিষ্কারক। তাঁর এই আবিষ্কারই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

শিশু-কিশোরদের একটা বড় অংশের মুগ্ধতা আছে কমিকস, সুপারহিরো এবং সুপার পাওয়ার শক্তি নিয়ে। সুপারহিরোরা কীভাবে সুপার পাওয়ার পেল, সেসব নিছকই কল্পকাহিনি হলেও অনেকের কাছেই এটি কৌতূহল-উদ্দীপক। সম্ভবত এই কৌতূহল থেকেই ২০২৩ সালে জনৈক ১৫ বছর বয়সী ভারতীয় কিশোর থার্মোমিটার ভেঙে পারদ নিয়ে নিজের শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করায় এবং সেই সঙ্গে স্বেচ্ছায় মাকড়সার কামড়ও খায়। তার উদ্দেশ্য ছিল স্পাইডার-ম্যান এবং এক্স-ম্যান চরিত্রের মার্কিউরির মতো অতিপ্রাকৃতিক শক্তি অর্জন করা। কিন্তু অনিরাময়যোগ্য আলসার ছাড়া আর কিছুই সে পায়নি।

পারদের মতো ভারী ধাতু বা কোনো অজানা রাসায়নিক কিংবা কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ সব সময়ই বিপজ্জনক। যদিও এসব বিপজ্জনক জিনিসের ব্যবহার বা গবেষণা মানবকল্যাণের জন্যই করা হয় এবং যাঁরা এসব নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা সব সময়ই পেশাগত নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কেউ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ করতে না পারলে মানবকল্যাণ করতে গিয়ে উল্টো নিজের বিপদই ডেকে আনেন। যেমন বিজ্ঞানী মেরি কুরি ছিলেন রেডিয়ামের আবিষ্কারক। তাঁর এই আবিষ্কারই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। যেখানে অনিরাপদভাবে কাজ করাই মারাত্মক, সেখানে ল্যাব দুর্ঘটনায় কারও জীবন বিপন্ন হোক বা না হোক, এসব দুর্ঘটনায় নিশ্চিতভাবেই কোনো সুপারহিরোর জন্ম হবে না। তেজস্ক্রিয়তা বা উচ্চ শক্তির গবেষণাক্ষেত্রে তাই নিরাপত্তার গুরুত্বই সর্বোচ্চ।

লেখক: উপ-সহকারী ব্যবস্থাপক, নিউক্লিয়ার পাওয়ারপ্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড
সূত্র: রিসার্চগেট, আইএইএ টেকডক এবং ল্যাবভাইবেল

জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বালিয়েছিল ঋষি বঙ্কিমের মন্ত্র ! কোন জাদুতে আজও অবিকল্প ‘বন্দে মাতরম’

বিশ্বদীপ দে: ‘৯৯৭ বঙ্গাব্দে নিদাঘ শেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতে ছিলেন।’ ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় একটি উপন্যাস। যার প্রথম লাইন ছিল এটাই। আমরা জানি, সেই উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন তিনি তিরিশও পেরোননি। ‘আলালের ঘরের দুলাল’-কে স্মরণে রেখেও এই উপন্যাস থেকেই বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু বলে মনে করা হয়। হয়তো উপন্যাস রচনার এই ধারাটিই পরবর্তী সময়ে মূলত অনুসৃত হতে থাকে বলেই। এরপর তিনি লিখেছেন একের পর এক উপন্যাস। কিংবা ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর মতো অভিনব প্রবন্ধ গ্রন্থ। পরবর্তী তিন দশকে বহুবিধ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লিখে ফেলেন একটি গান। সংস্কৃত ও বাংলা মেশানো সেই গানই ‘বন্দে মাতরম’। এই বছর গানটির সার্ধশতবর্ষ। ফলে নতুন করে চর্চায় উঠে আসছে গানটি, আসছে দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার সংগ্রামে গানটির আগ্নেয় ভূমিকার কথা! নিঃসন্দেহে বঙ্কিম আপামর জনতার কাছে এই গানটির রচয়িতা হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বঙ্কিম কি জানতেন তাঁর এই গান এমনভাবে গৃহীত হবে? সম্ভবত জানতেন। জানা যায়, তিনি নাকি একবার বলেছিলেন, “একদিন দেখবে, দেশ এই গানে মেতে উঠেছে।” তখনও ‘আনন্দমঠ’ লিখিত হয়নি। সেটা ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় নিজের বাড়িতে বসেই বঙ্কিম গানটি লিখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৮২ সালে ‘আনন্দমঠ’-এর অংশ হয়ে ‘বন্দে মাতরম’ নতুন এক মাত্রা পায়। ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের মন্ত্র! ১৮৯৬ সালে বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন। সেখানে গানটি পরিবেশন করেন খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে তারও আগে রবীন্দ্রনাথ ‘বালক’ পত্রিকায় গানটি প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে অবশ্য গানটি ‘দেশ’ রাগের বলে দাবি করা হয়। যদিও বঙ্কিমের ইচ্ছা ছিল গানটি গাওয়া হোক মল্লার রাগে। তবে শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে সুর ভেবেছিলেন তাতেও আপত্তি করেননি সাহিত্যসম্রাট। কিন্তু জনসমক্ষে গানটি যখন গাওয়া হল ততদিনে বঙ্কিম আর ইহজগতে নেই। ‘বন্দে মাতরম’-এ কি ভারতমাতাকে সম্বোধন করা হয়েছে? নাকি আসলে এখানে ‘বঙ্গমাতা’র কথা বলা হচ্ছে? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাকি সুবর্ণ বসু তাঁর বইয়ে দাবি করেছেন, বঙ্কিম এখানে বঙ্গমাতার কথাই বলেছিলেন। যদিও গানে সরাসরি সেকথা বলা নেই। তবু ‘সপ্তকোটি’ সংখ্যাটি আসলে বঙ্গদেশের জনসংখ্যাকে প্রকাশ করছে! এমনটাই মনে করছেন নেতাজির পৌত্র। মনে রাখতে হবে, ঋষি অরবিন্দ ঘোষও গানটিকে ‘বঙ্গদেশের জাতীয় সংগীত’ বলেছিলেন। তবে লেখার সময় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, শেষপর্যন্ত এই গান কেবল বাংলায় আবদ্ধ থাকেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে পরাধীন এক দেশের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার তীব্র দাবির অমোঘ একক।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের পর ফের কংগ্রেসের অধিবেশনে গানটি গাওয়া হয়েছিল ১৯০৫ সালে। সেবার গানটি গেয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানি। তিনি রবীন্দ্রনাথের দিদির মেয়ে। এদিকে লাহোর থেকে ‘বন্দে মাতরম’ নামে পত্রিকাই বের করে ফেলেন লালা লাজপত রায়। আর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রুখতে টাউন হলে যে জমায়েত হল সেখানে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে দিল এই ধ্বনি। রাতারাতি সেই গান বাংলার পরিধি ছাড়িয়ে এক অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল দেশভর। দ্রুত ব্রিটিশরা অনুভব করল সেই স্লোগানের শক্তি। ফলে জনসমক্ষে ‘বন্দে মাতরম’ বললেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি আমজনতাকে। এক স্ফূলিঙ্গ থেকে অন্য স্ফূলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া আগুনের মতোই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অগ্নিসংযোগ করেই চলেছিল এই ধ্বনি। হয়ে উঠছিল এক অসীম শক্তিশালী মন্ত্র। বোস রেকর্ড ও নিকোল রেকর্ড কোম্পানির মতো সংস্থা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গীত ‘বন্দে মাতরম’-এর রেকর্ডও প্রকাশ করে। কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, বাজারে এসে গিয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যভূষণ গুপ্ত, আর এন বোস প্রমুখদের গাওয়া ‘বন্দে মাতরম’ও। ১৯০৭ সালে হেমেন্দ্রমোহন বোস একেবারে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করেছিল রেকর্ড। খবর পেয়েই কারখানাতেই হাজির পুলিশ! তারা কারখানা গুঁড়িয়ে দিল। নষ্ট করে ফেলা হল সমস্ত ‘বন্দে মাতরম’-এর রেকর্ড। যদিও পরে দেখা যায় বেলজিয়াম ও প্যারিসে রয়ে গিয়েছে কয়েক কপি! যা বুঝিয়ে দেয়, কীভাবে ছড়িয়েছিল অগ্নিমন্ত্রের দাবানল!

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। সংবিধান কমিটির সভায় রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করে দেন, ‘জনগণমন’ হবে জাতীয় সঙ্গীত। এবং ‘বন্দে মাতরম’ হবে জাতীয় স্ত্রোত্র। এরপরও কেটে গিয়েছে সাড়ে সাত দশক। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই গান আজও রয়েছে। কেবলই ঐতিহাসিক কিংবা গবেষণার প্রয়োজনে নয়। বরং এ আর রহমানের মতো সুরকারও ফিরে ফিরে গিয়েছেন গানটির কাছে। যা প্রমাণ করে দেয়, বঙ্কিম আসলে একজন ক্রান্তদর্শী মানুষ। সেই কবে তিনি বলে গিয়েছিলেন, ‘একদিন দেখবে, দেশ এই গানে মেতে উঠেছে।’ ভুল বলেননি তিনি। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি যেন পুনঃপঠিত হয়ে চলেছে, তেমনই ‘বন্দে মাতরম’ও ধ্বনিত হয়ে চলেছে এই দেশের আকাশে বাতাসে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

নিভে গেল ‘লাফিং ভিলা’র হাসি, প্রয়াত মালয়ালম অভিনেতা সলিম কুমার

কোচি, ৭ জুন (আইএএনএস): মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী সেলিম কুমার আর নেই। দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াইয়ের পর শনিবার রাত প্রায় ১০টা ৪৫ মিনিটে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

উত্তর পারাভুরে তাঁর বাড়ির নাম ছিল ‘লাফিং ভিলা’। নিজের অনবদ্য কৌতুকাভিনয় ও প্রাণখোলা ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত সলিম কুমারের বাড়ি একসময় হাসি-আনন্দে মুখর থাকলেও তাঁর প্রয়াণে এখন সেখানে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

চিকিৎসকরা জানান, গত কয়েক বছর ধরে তিনি লিভারজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। কোচির অমৃতা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এর আগে সলিম কুমার নিজেই জানিয়েছিলেন যে তিনি লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, এই রোগ মদ্যপানের কারণে নয়, বরং বংশগত কারণে হয়েছে। দীর্ঘদিনের অসুস্থতা ও মানসিক লড়াইয়ের কথাও তিনি খোলাখুলিভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

মিমিক্রি শিল্পী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ধীরে ধীরে মালয়ালম সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা হয়ে ওঠেন তিনি। পরে গম্ভীর ও আবেগঘন চরিত্রেও নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দেন। প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি প্রায় ১২০টি ছবিতে অভিনয় করেন এবং তিনটি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেন।

‘থেঙ্কাসিপট্টনম’, ‘ই পারাক্কুম থালিকা’, ‘মীশা মাধবন’, ‘সি.আই.ডি. মুসা’, ‘কল্যাণরামন’ ও ‘পুলিভাল কল্যাণম’-এর মতো ছবিতে তাঁর কৌতুকাভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছিল। অন্যদিকে ‘আচানুরাঙ্গাথা ভীড়ু’ ও অ্যাডামিন্টে মাকান আবু-এর মতো ছবিতে তাঁর সংবেদনশীল অভিনয় সমানভাবে প্রশংসিত হয়। ‘আদামিন্টে মাকান আবু’ ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া একাধিক কেরল রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কারও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। পরিচালক হিসেবেও তিনি সাফল্য পান; তাঁর পরিচালিত ‘করুথা জুথান’ ছবির গল্প ২০১৭ সালের কেরল রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সাথীসান। এক আবেগঘন বার্তায় তিনি বলেন, “মালয়ালম সিনেমা শুধু একজন প্রতিভাবান অভিনেতাকে হারায়নি, আমি হারিয়েছি আমার এক ভাইকে।” মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “সলিম কুমার অভিনয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বমানের উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মুখের একদিকে ছিল হাসি, অন্যদিকে ছিল মানুষের চোখে জল আনার ক্ষমতা।”

রবিবার সকালে তাঁর মরদেহ উত্তর পারাভুর টাউন হলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা হয়। সেখানে চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নেতা এবং অসংখ্য অনুরাগী শেষ শ্রদ্ধা জানান।

দুপুরে মরদেহ তাঁর বাড়ি ‘লাফিং ভিলা’-য় নিয়ে যাওয়া হবে। বিকেল ৩টায় শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ধ্যায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে। সলিম কুমারের পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী সুনীতা এবং দুই পুত্র চন্দু ও আরোমল।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মালয়ালম সুপারস্টার মাম্মুটি-ও। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, “তোমার চলে যাওয়া এক অন্তহীন বেদনা, ভাই। তুমি মানুষকে হাসিয়েছ, ভাবিয়েছ, কাঁদিয়েছ। আজ তুমি আমাদের চোখে শুধু অশ্রু রেখে গেলে।”মালয়ালম সিনেমার ইতিহাসে সলিম কুমার এমন এক শিল্পী, যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে হাসির মধ্যেও গভীর মানবিকতা, আবেগ এবং জীবনের সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে। তাঁর কণ্ঠ আজ স্তব্ধ হলেও, তাঁর অসংখ্য স্মরণীয় চরিত্র দর্শকদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

এলপিজির দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা, ভারতেই রান্নার গ্যাসের দাম বিশ্বের অন্যতম কম: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস): এলপিজি সিলিন্ডারের দামে সাম্প্রতিক বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার জবাব দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলের দাবি, মূল্য সংশোধন নিয়ে বিরোধীরা অযথা সরব হলেও ভারতে এখনও বিশ্বের অন্যতম কম দামে রান্নার গ্যাস পাওয়া যায়।

সম্প্রতি গৃহস্থালি ব্যবহারের ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত তিন মাসে এটি দ্বিতীয় মূল্যবৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির চাপের মুখে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য রবিবার এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একপোস্টে বলেন, “প্রতিবার এলপিজির দামে সামান্য সংশোধন হলেই বিরোধীরা হইচই শুরু করে। কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যায় যে ভারতীয় পরিবারগুলি এখনও বিশ্বের অন্যতম কম দামে রান্নার গ্যাস পাচ্ছে।”

তিনি জানান, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (পিএমইউওয়াই)-র সুবিধাভোগীরা কার্যত ১৪.২ কেজির একটি সিলিন্ডারের জন্য ৬৪২ টাকা দেন। সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে দাম ৯৪২ টাকা, যা আন্তর্জাতিক বাজারভিত্তিক সরবরাহ খরচের তুলনায় প্রায় ৭০০ টাকা কম। তাঁর দাবি, বর্তমানে একটি সিলিন্ডার সরবরাহের আন্তর্জাতিক খরচ ১,৬০০ টাকারও বেশি।

পড়শি দেশগুলির সঙ্গে তুলনা টেনে মালব্য বলেন, পাকিস্তানে এলপিজির দাম ১,০৪৬ টাকা, নেপালে ১,২০৭ টাকা, বাংলাদেশে ১,২২৫ টাকা এবং শ্রীলঙ্কায় ১,২৪১ টাকা। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকায় ১,৭৫৫ টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ১,৭৬৫ টাকা এবং কানাডায় ২,৪১১ টাকা পর্যন্ত দাম রয়েছে।

বিজেপি নেতার দাবি, ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা এবং হরমুজ প্রণালী ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির দাম প্রায় ৪৬ শতাংশ বেড়েছে। ভারত তার প্রয়োজনের একটি বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটালেও সরকার সাধারণ মানুষের উপর পুরো চাপ পড়তে দেয়নি।

তিনি আরও বলেন, গৃহস্থালি এলপিজিতে ‘আন্ডার-রিকভারি’ বা ভর্তুকিজনিত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। কেন্দ্র সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি এই বোঝার বড় অংশ বহন করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

মালব্য জানান, উজ্জ্বলা যোজনার ১০.৫৮ কোটিরও বেশি পরিবার এখনও প্রতি সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা করে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকি পাচ্ছেন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে নজিরবিহীন অস্থিরতার মধ্যেও ভারত নিরবচ্ছিন্ন এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, ঘাটতি রোধ করেছে, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে এবং আমদানির উৎস বৈচিত্র্যময় করেছে।

অমিত মালব্যর বক্তব্য, উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকরা আন্তর্জাতিক মূল্যের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ কম দামে এলপিজি পাচ্ছেন এবং সাধারণ গ্রাহকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ কম দামে গ্যাস কিনছেন। পাশাপাশি, ভারতীয় পরিবারগুলিকে প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায়ও কম দাম দিতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, “আসল প্রশ্ন মূল্যবৃদ্ধি কেন হল, তা নয়। বরং আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংকটের মধ্যেও সরকার কীভাবে রান্নার গ্যাসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে পেরেছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধীরা সেই বাস্তবতা তুলে ধরতে চায় না।”

৬৬১ কোটি টাকার সরকারি তহবিল তছরুপ মামলায় ছয় জায়গায় সিবিআই তল্লাশি

চণ্ডীগড়, ৭ জুন (আইএএনএস): আইডিএফসি ফার্স ব্যাঙ্ক ও এউ ফিন্যান্স ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে ৬৬১ কোটি টাকার সরকারি তহবিল তছরুপ মামলার তদন্তে শনিবার ছয়টি স্থানে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো। রবিবার তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সিবিআই জানিয়েছে, হরিয়ানা সরকারের আটটি দফতর এবং চণ্ডীগড়ের দুটি সংস্থাচণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও ক্রেস্ট (ক্রেস্ট)-এর সরকারি তহবিল বেআইনিভাবে সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এই তদন্ত চলছে।

তল্লাশি অভিযান চালানো হয় চণ্ডীগড়, পঞ্চকুলা এবং দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। এর মধ্যে হরিয়ানা ক্যাডারের কয়েকজন শীর্ষ সরকারি আধিকারিকের বাসভবন এবং নয়াডাভিত্তিক সংস্থা ভিপাম কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর অফিস ও সংস্থার পরিচালকের বাড়িও রয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, কয়েকজন সরকারি কর্মচারী ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট খোলা, সরকারি অর্থ স্থানান্তর এবং পরে সেই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছিলেন। অভিযোগ, এই সহযোগিতা এবং নিষ্ক্রিয়তার বিনিময়ে তাঁরা অবৈধ সুবিধা পেয়েছিলেন।

সিবিআইয়ের দাবি, বিপাম কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অর্থ জমা পড়েছিল, যা পরে সংস্থার পরিচালকের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। তল্লাশি চলাকালীন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল ডিভাইস, সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, হরিয়ানা স্টেট ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোর একটি মামলা এবং চণ্ডীগড়ের ইকনমিক অফেন্সেস পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত আরও দুটি মামলা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপরই সংস্থাটি তদন্তভার গ্রহণ করে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, সরকারি কর্মচারী ও ব্যাঙ্ক কর্তাদের যোগসাজশে সংঘটিত এই জালিয়াতির ফলে হরিয়ানা সরকারের আটটি এবং চণ্ডীগড়ের দুটি দফতরের মোট ৬৬১ কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে।ইতিমধ্যেই মামলার প্রথম চার্জশিট পঞ্চকুলার সিবিআই আদালতে জমা দিয়েছে সংস্থা। সেখানে হরিয়ানা পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশন লিমিটেড এবং হরিয়ানা স্কুল শিক্ষা পরিকল্পনা পরিষদ-এর কিছু সরকারি কর্মচারীর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

চার্জশিটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে হরিয়ানা সরকারের আইডিএফসি ফার্স ব্যাঙ্ক ও এউ ফিন্যান্স ব্যাঙ্কে জমা থাকা সরকারি তহবিল প্রতারণার মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

সিবিআই জানিয়েছে, তিনটি মামলারই তদন্ত এখনও সক্রিয়ভাবে চলছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই অতিরিক্ত চার্জশিটও জমা দেওয়া হবে।সংস্থার বক্তব্য, আর্থিক অপরাধ এবং সরকারি অর্থের অপব্যবহারের ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিবিএসই-র তিন-ভাষা নীতি চলতি শিক্ষাবর্ষে কার্যকর না করার আবেদন, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিগ্বিজয় সিংহের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস): সিবিএসই-র নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য তিন-ভাষা নীতি চলতি শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয় সিং।

রবিবার প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে দিগ্বিজয় সিংহ জানান, সিবিএসই-র নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক এই নীতির বাধ্যতামূলক প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। সেই অভিভাবকদের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, অভিভাবকদের উত্থাপিত উদ্বেগগুলি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তাঁর দাবি, পর্যাপ্ত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক বা প্রস্তুতির সময় না দিয়েই শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এই নীতি কার্যকর করা হলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।

দিগ্বিজয় সিংহ আরও বলেন, এর আগে সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থা দ্রুত চালুর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সমস্যার মুখে পড়েছিল। একই ধরনের পরিস্থিতি আবারও তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সিবিএসই পরিচালন সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, এনসিইআরটি ভাষার গ্রেডভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ না করা পর্যন্ত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পাঠ্যক্রমই চালু থাকবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ২০২৬ সালের ১৫ মে সিবিএসই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১ জুলাই থেকে নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা চালুর নির্দেশ দেয়।

তিনি অভিযোগ করেন, এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রেডভিত্তিক ভাষার বই প্রকাশ করেনি জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ। পরিবর্তে ষষ্ঠ শ্রেণির ভাষার বই ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবসম্মত নয় বলে তিনি মনে করেন।

দিগ্বিজয় সিংহ প্রশ্ন তোলেন, সিবিএসই কীভাবে এবং কেন তাদের নিজস্ব পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে এমন নির্দেশ জারি করল, যা দেশের হাজার হাজার স্কুলের শিক্ষাগত পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো অঞ্চলে, যেখানে হিন্দির ব্যবহার সীমিত, সেখানে পড়ুয়াদের জন্য এই নীতি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অনেক স্থানীয় ও আদিবাসী ভাষা সিবিএসই-র স্বীকৃত ভাষার তালিকায় না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

সংস্কৃতকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রবণতা বাড়লেও যোগ্য সংস্কৃত শিক্ষকের অভাব এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের সংকট রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এর ফলে ভাষাটিকে জনপ্রিয় করার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

বর্তমান নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে অবিলম্বে এই নীতির বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা উচিত নয়।

চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। তবে মামলার রায় ঘোষণার সম্ভাব্য সময়সীমা সেই তারিখের পরে, যেদিন থেকে স্কুলগুলিকে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা চালু করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহে এটি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা দিগ্বিজয় সিংহের দ্বিতীয় চিঠি। এর আগে তিনি জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা বা জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা পরিচালিত পরীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়ম সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত ‘হোয়াইট পেপার’ প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলেন।

বর্তমানে শিক্ষা, নারী, শিশু, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দিগ্বিজয় সিংহ। তাঁর মতে, অতীতের অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্যের অভাব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ও মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলছে।

কেএমসি-র তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক বাতিল মমতার, আজই দিল্লি যাচ্ছেন

কলকাতা, ৭ জুন (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী রবিবার কলকাতা পুরনিগমের (কেএমসি) তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বাতিল করেছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব কলকাতার তৃণমূল ভবনে রবিবার এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আগেই কেএমসি-র তৃণমূল কাউন্সিলরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে পরে তাঁদের কাছে বৈঠক বাতিলের বার্তা পাঠানো হয়।

যদিও বৈঠক বাতিলের কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।এদিকে জানা গেছে, সোমবার বিরোধী জোট ভারত ব্লক-এর বৈঠকে যোগ দিতে রবিবারই নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ভাইপো এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী ইতিমধ্যেই শনিবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। কেএমসি-র তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে রবিবারের বৈঠকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছিল, কারণ সম্প্রতি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করেছেন।

হাকিমের পদত্যাগের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার শনিবার সন্ধ্যায় কেএমসি কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে, মেয়রের পদত্যাগের পর কেন বর্তমান তৃণমূল-নিয়ন্ত্রিত পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না।বর্তমান কেএমসি বোর্ড শুধু মেয়রের পদত্যাগের কারণেই নয়, আরও কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির ইস্তফার জেরেও সংকটের মুখে পড়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মেয়র-ইন-কাউন্সিলের এক সদস্য এবং কয়েকজন বরো চেয়ারম্যান।এই পরিস্থিতিতে কেএমসি চেয়ারপার্সন মালা রায় এবং রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মধ্যে আইনি ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধও তৈরি হয়েছে।রাজ্য সরকারের দাবি, কেএমসি আইন, ১৯৮০-এর ১১৭(১) ধারার অধীনে মেয়রের পদত্যাগের পর বর্তমান পুরবোর্ডের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং প্রয়োজনে সরকার কর্পোরেশন ভেঙে দিতে পারে।এর পাশাপাশি, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং নারী সংক্রান্ত অসদাচরণের অভিযোগে কেএমসি-র মোট আটজন তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ফলে কলকাতা পুরনিগমের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে জল্পনা ও অনিশ্চয়তা ক্রমশ বাড়ছে।

সম্পত্তি বিবাদের জেরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা খুন, গ্রেফতার পশ্চিমবঙ্গের দম্পতি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস): সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী অধ্যাপিকাকে খুনের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের তিন দিনের মাথায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।নিহত অধ্যাপিকার নাম দেবস্মিতা পল। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবাজি কলেজ-এর সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। গত ৪ জুন পূর্ব দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভ এলাকার সত্যম অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তকারীদের অনুমান, ৩ জুনই তাঁকে খুন করা হয়েছিল।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। অভিযুক্ত দম্পতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লিতে এসে পরিকল্পিতভাবে অপরাধটি ঘটায়।

তদন্তে উঠে এসেছে, ৩ জুন বিকেল প্রায় ৩টা ২০ মিনিট নাগাদ এক পুরুষ ও এক মহিলা একটি ব্যক্তিগত ক্যাবে করে আবাসনে পৌঁছন। তাঁদের মুখ মাস্কে ঢাকা ছিল এবং সঙ্গে ব্যাগ ছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তাঁরা লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠেন এবং অধ্যাপিকার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেন।পুলিশ সূত্রে দাবি, ওই দু’জন প্রায় আধঘণ্টা ফ্ল্যাটের ভিতরে ছিলেন। পরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের পোশাকে পরিবর্তন দেখা যায়, যা তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। অপরাধস্থল পরীক্ষা করে জোরপূর্বক প্রবেশের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে পুলিশের ধারণা, অধ্যাপিকা অভিযুক্তদের চিনতেন এবং স্বেচ্ছায় তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন। এই কারণেই তদন্তকারীরা ‘ফ্রেন্ডলি এন্ট্রি’ বা পরিচিত ব্যক্তিকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার তত্ত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।পুলিশ জানিয়েছে, দেবস্মিতা পল তাঁর দিদি দেবরতি পল-এর ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। ২০২২ সালে বৈবাহিক বিবাদের পর স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয় এবং তাঁর স্বামী বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে থাকেন।ঘটনাটি সামনে আসে যখন দিদি দেবরতি পল বারবার ফোন করেও বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখেন বাইরে থেকে তালা দেওয়া। পরে ভিতরে ঢুকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেবস্মিতার দেহ দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ভারী কোনও বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও তাঁর কবজিতেও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ঘটনার পেছনের সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র ও সম্পত্তি বিবাদের প্রকৃতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ছাগলের মহামারী রোগ (পেস্ট ডে পেটিট্রস রুমিন্যান্টস (গোট প্লেগ)

ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য সচেতনতামূলক প্রবন্ধ

পরিচিতি হলো ছাগনা ও ভেড়ার একটি Petros Petits Ruminante (PPR) সংক্রামক ভাইরাসজমিত রোগ। একে সাধারণভাবে 'গোট প্লেগ' বলা হয়। এই রোগ খুব দ্রুত চূড়ায় এবং বিশেষ করে কম বয়সী ছাগলের মধ্যে উচ্চ মৃত্যুহার সৃষ্টি করে। ত্রিপুরার মতো রাজ্যে। সেখানে বহু আমীন পরিবার জীবিকা ও পুষ্টির জন্যে ছাগল পালনের উপর নির্ভরশীল, সেখানে PPR একটি বড় অর্থনৈতিক সমস্যা। কৃষকদের এই রোগের লক্ষন ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি, যাতে তারা তাদের পশুদের সুরক্ষা দিতে পারেন এবং নার্মিক ক্ষতি এড়াতে পারেন।

রোগের কারন - (Etiology) PPR রোগটি PPR ভাইরাস দ্বারা হয় Morbillivire গোষ্ঠির অন্তর্গত। এই ভাইরাস প্রধানত আক্রান্ত করে ছাগল-ভেড়া

ছাগল সাধারণত ভেড়ার তুলনায় বেশি গুরুতরভাবে "তনাক্রান্ত হয় রোগটি বেশি দেখা মামু : বর্ষাকালে, শীতকালে পশুর চলাচল ও অতিরিক্ত ভিড়ের সময় সংক্রমন ও রোগের লক্ষন সংক্রমন (Transmission) PPR আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে ছড়ায়:— সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে, নাকের ড্রাবের মাধ্যমে, লালার মাধ্যমে মলের মাধ্যমে, কাশি ও হাঁচির মাধ্যমে, দুষিত খাবার ও জলের মাধ্যমে, অতিরিক্ত ভিড়মুক্ত খামার ও পশুর বাডবেরে রোগ দ্রুত, ছড়িয়ে পড়ে রোগের লক্ষন (Clinical signm) প্রাথমিক লক্ষন- উচ্চ জ্বর, দুর্বলতা অবসাদ, পরবর্তী লক্ষন, নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়া, মুখে ঘা ও আলসার, মুখ থেকে দুর্গন্ধ, খেতে অসুবিধা, ডায়রিয়া, কাশি ও শ্বাসকষ্ট, গুরুতর অবস্থা, দ্রুত ওজন কমে "মাওয়া বিশেস করে কমবয়সী ছাগলের মৃত্যু যদি দ্রুত চিকিৎসা ও নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে মৃত্যুহার খুব বেশি হচ্ছে পারে অর্থনৈতিক প্রভাব PPR রোগ পাহাড়ি রাজ্য যেমন সিকিমে" গুরুতর ক্ষতির কারন হয়েছে: ছাগল ও ভেড়ার মৃত্যু, মাংস উৎপাদন কমে যাওয়া, কৃষকদের আম হ্রাস, চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি, পশুর বৃদ্ধি ও ওজন কমে যাওয়া।

বাজারমূল্য কমে যাওয়া- একইভাবে, ত্রিপুরার কৃষকরাও বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, কারণ অনেক পরিবার জীবিকার জন্য ছোট আকারের ছাগল পালনের উপর নির্ভরশীল প্রতিরোগ ও নিমন্ত্রন (১) টিকাকরণ PPR প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হলো ঠিকাকবন। নিয়মিত ঠিকা দিতে হবে কমকমসী ছাগলকে সময়মতো টিকা দিতে হবে গ্রামভিত্তিক টিকাদান কর্মসূচি উৎসাহিত হবে (২) 'অসুস্থ পশুকে' আলাদা রাখা আক্রান্ত পশুকে দ্রুত আলাদা করতে হবে। অসুস্থ ও সুস্থ পশুকে একসঙ্গে রাখা যাবে না। (৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘামার বজায় রা খামার পরিষ্কার ও শুকনো রাখাতে হরে। খাবার ও জলের ডোলের পাত্র নিয়মিত জীবানুমুক্ত করতে হবে।

(৪) সঠিক পুষ্টি— সুষম খাদ্য ও পরিষ্কার স্কুলে দিতে হবে সুস্থ পশুর রোগ প্রতিরেনি ক্ষমতা বেশি থাকে (৫) অপ্রয়োজনৌয় পশু চলা চলাচল এড়ানো অজানা বা আক্রান্ত এলাকা থেকে পশু কেনা যাবে না। নতুন কেনা পশুকে কয়েকদিন দিন আলাদা রেখে পর্যবেক্ষন করতে হবে। (৬) পশুচিকিৎসকের পরামর্শ লক্ষন দেখা দিলে দ্রুত। করতে হবে

Trisha Das– 3rd year BVSC & AH CVSC & AH– CAU– Sele sih– Alzwal– Mizoram.

পশুচিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দ্রুত চিকিৎসা মৃত্যুহার কমায়। ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য সচেতনতামূলক পরামর্শ

সব ছাগলকে নিয়মিত টিকা দেওয়া

ঘামার পরিষ্কার রাখা ও অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো প্রতিদিন পশুর জ্বর ভামরিয়া বা সুখের ক্ষত পর্যবেশন করা রোগের প্রাদুর্ভাব হলে দ্রুত পশুসম্পদ দপ্তরে জানানো আক্রান্ত পশু বিক্রি বা পরিবহণ না করা।

উপসংহার ঃ- পালনে পশুচিকিৎসা PPR একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ যা ছাগল পাল বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে পারে। দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ নিয়মিত টিকাকরণ পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা এবং দ্রুত গ্রহণই এই রোগ নিয়ন্ত্রনের প্রধান উপায়। কিন্তু নিপুরার কৃষকের সচেতন হয়ে প্রতিরে বিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যাতে তাদের ছাগলকে স্যুরক্ষিত রাখতে করতে পারেন তারা পারেন এবং জীবিকা উন্নত ত্রিপুরায় ছাগলের অন্যান্য সাধারণ রোগসমূহ Foot and Mouth Disease (FMD) জ্বর মুখে ফোস্কা এবং পায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। Goat Pox ফুসকুড়ি ও জ্বর সৃষ্টি করে এমন ভাইরাসজনিত রোগ। Enterotoxemia দ্রুত বেড়ে ওঠা ছাগলের হঠাৎ মৃত্যুর কারন হতে পারে এমন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। Coccidiosis বাচ্চা ছাগল ডায়রিয়া সৃষ্টি বরা পরজীবীজনিত রোগ। Helminthiasis অনভ্যন্তরীন পরজীবীর কারনে দুর্বলতা ও ওজন হ্রাস ঘটে

Mortitis দুগুনের সংক্রমন যা দুর্ন উৎপাদন কমিয়ে দেয়। Blue Tongue Disease পোকামাকড় দ্বারা ছড়ানো ভাইরাসজনিত রোগ, খাতে ফোলা ও জ্বর হয়। Contagious Ectryma মুখ ও ঠোঁটের (orf) চারপাশে খোসমুক্তে ক্ষত সৃষ্টি করে Anthr thrax ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, মা হঠাৎ মৃত্যুর কারন হতে পারে গুরুতর ব্যাক ছাগ হাগল সুস্থ রাঘাতে কৃষকদের নিয়মিত টিকাকরণ। কৃমিনাশক প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও পশুচিকিৎসকের পরামর্শ মেনে পরিষ্কার-প চলা উচিত।

তথ্যসূত্র

FAO- Food & Agriculture Organization WOAH World organization for Animal Health. কর্তৃক প্রকাশিত PPR রোগ সম্পর্কিত তথ্যবলি, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে বাংলায় অনূদিত।

কাগজের কাপ না ফেলে ঘর সাজানো কাজে লাগান

কাগজের কাপ দিয়ে ঘর সাজানোর এই ৮টি অভিনব ও সহজ ঘরোয়া উপায় বা ক্রাফট আপনার ঘরের কোণকে এক নিমেষে করে তুলবে আকর্ষণীয় ও নান্দনিক। কম খরচে ঘরের ভোল বদলে দেওয়ার এই পদ্ধতিগুলো যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনই আপনার অন্দরসজ্জায় নিয়ে আসবে এক দারুণ শৈল্পিক ছোঁয়া। সাধারণ কাগজের কাপ কেটে এবং রঙ করে আপনি সুন্দর ফুলের আকৃতির দেয়াল সজ্জা তৈরি করতে পারেন। একাধিক কাপ একসঙ্গে জুড়ে একটি বড় ফুলের নকশা বসালে তা ঘরের সাদামাটা দেয়ালকে এক নিমেষে আকর্ষণীয় করে তোলে। শোবার ঘর বা বসার ঘরের দেওয়াল সাজাতে পারবেন আপনার নিজে হাতে বানানো এই জিনিস দিয়েই। ফেলে দেওয়া কাপের গায়ে পছন্দসই নকশা কেটে এবং ভেতরে উজ্জ্বল ফেয়ারি লাইট লাগিয়ে চমৎকার ঝুলন্ত লণ্ঠন তৈরি করতে পারেন। কাপের কাটা অংশগুলোর মধ্য দিয়ে যখন আলো উপচে পড়বে, তখন ঘরের দেওয়ালে এক মায়াবী আলো-ছায়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বারান্দা কিংবা বসার ঘরের কোণে এমন আলোকরশ্মি উৎসবের মরসুমে ঘরকে আরও রঙিন করে তুলবে। রঙিন কাগজ, পুরনো কাপড় বা পাটের দড়ি দিয়ে কাগজের কাপটি মুড়িয়ে একটি সুন্দর স্টেশনারি অর্গানাইজার বানিয়ে ফেলতে পারেন। আপনার পড়ার টেবিল বা কাজের ডেস্কের অগোছালো কলম, পেন্সিল ও কাঁচিগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখার জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী। এটি যেমন কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখে, তেমনই টেবিলের সৌন্দর্যও বাড়াবে।

কয়েকটি কাগজের কাপ আঠা দিয়ে পর পর জুড়ে নিয়ে তার ওপর পাটের সুতো কিংবা নকশাদার কাপড় জড়িয়ে চমৎকার ফুলদানি তৈরি করতে পারেন। এই ফুলদানির ভেতরে কিছু কৃত্রিম রঙিন ফুল কিংবা শুকনো গাছের ডালপালা রেখে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে পারেন। এই অভিনব পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্পটি হল ঘরের কোণকে এক নিমেষে স্টাইলিশ লুক দেওয়ার এবং আপনার সৃজনশীলতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলার সেরা উপায়।

কাগজের কাপগুলোকে কেটে সেগুলোর ওপর ধাতব বা সোনালী রঙ করে ব্যাটারিচালিত টি-লাইট হোল্ডার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। রাতের পার্টি বা কোনও বিশেষ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এই হোল্ডারগুলো টেবিলের ওপর

রাখলে এক স্নিগ্ধ ও উষ্ণ আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে। কাপের সূক্ষ্ম কারুকাজ থেকে নির্গত আলো ঘরের প্রতিটি কোণকে উৎসবের আমেজে ভরিয়ে তুলবে।

ছোট ছোট চারাগাছ, সাকুলেন্ট কিংবা কৃত্রিম ইনডোর প্ল্যান্ট রাখার জন্য কাগজের কাপের থেকে ভালো বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। কাপের গায়ে উজ্জ্বল রঙ করে কিংবা পাটের চট জড়িয়ে জানালার ধার বা টেবিলের ওপর রাখলে সবুজের ছোঁয়া বজায় থাকে। কম জায়গায় প্রকৃতির এই অনন্য ছোঁয়া আপনার প্রতিদিনের একঘেয়েমি দূর করে মনে এক অনাবিল শান্তি এনে দেবে। আপনার ঘরের সাধারণ এবং পুরনো আয়নাটিকে সম্পূর্ণ নতুন ও জমকালো রূপ দিতে কাগজের কাপ ব্যবহার করুন। কাপগুলোকে চ্যাপ্টা করে কেটে ফুলের পাঁপড়ি বা জ্যামিতিক আকারে সাজিয়ে আয়নার চারপাশে সুন্দর ফ্রেম তৈরি করতে পারেন। দেওয়ালে ঝোলানো এই ফ্রেমটি একটি সাধারণ আয়নাকে আকর্ষণীয় শিল্পকর্মে পরিণত করে যা সবার নজর কাড়বেই।

একটি ছোট কাঠের লাঠি বা রিং থেকে সুতোর সাহায্যে কয়েকটি সুন্দর রঙ করা কাগজের কাপ ঝুলিয়ে বানিয়ে নিন রঙিন উইন্ড চাইম। বাড়তি আকর্ষণ ও শব্দের জন্য কাপের নিচের অংশে কিছু ছোট ঘণ্টা, রঙিন পুঁতি বা ঝিনুক জুড়ে দিতে পারেন। বারান্দা বা ঘরের জানালার পাশে এটি ঝুলিয়ে রাখলে হাওয়ায় মৃদু দুলুনি আপনার মনে এক পজিটিভ এনার্জি এনে দেবে।

স্নানের জলে এক চিমটে নুনের উপকারিতা

রোজকার ক্লান্তি দূর করতে একটা চাঙ্গা করা স্নানের চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে? কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার রোজকার এই স্নানের অভ্যাসেই লুকিয়ে রয়েছে এক জাদুকরী ম্যাজিক? দামী কোনও স্পা বা পার্লারের ট্রিটমেন্ট নয়, কেবল আপনার রান্নাঘরের চেনা এক উপকরণই দূর করতে পারে আপনার ব্যস্ত জীবনের স্ট্রেস। কী সেই উপকরণ? নুন! আজকালের লাইফস্টাইলে স্ট্রেস আর দূষণ যখন আমাদের নিত্যসঙ্গী, তখন স্নানের জলে মাত্র এক চিমটে নুন মিশিয়ে নেওয়া হয়ে উঠতে পারে আপনার সেরা 'সেলফ-কেয়ার' রুটিন। এই নুন আপনার শরীরে ঠিক কী কী ম্যাজিক ঘটাতে পারে। সারাদিন ল্যাপটপের সামনে বসে কাজ, কিংবা শহরের ট্রাফিকের ধকলদিনের শেষে পেশিতে টান ধরা বা শরীর ম্যাজম্যাজ করা খুব চেনা একটা সমস্যা। স্নানের ঈষদুষ্ণ জলে এক চিমটে নুন (বিশেষ করে যদি রক সল্ট বা এপসম সল্ট হয়) মিশিয়ে নিলে তা পেশির ক্লান্তি দূর করতে দারুণ কাজ করে। নুনে থাকা ম্যাগনেসিয়াম ও খনিজ উপাদান ত্বকের মাধ্যমে শরীরে শোষিত হয়ে পেশিকে রিল্যাক্স করে, ফলে নিমেষেই দূর হয় সব ক্লান্তি।

আমাদের অজান্তেই প্রতিদিন ত্বকের ছিদ্রে ছিদ্রে জমে ওঠে ধুলোবালি আর টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ। নুন জল প্রাকৃতিকভাবেই একটি চমৎকার 'ডিটক্সিফায়ার' হিসেবে কাজ করে। এটি ত্বকের রোমকূপগুলো খুলে দেয় এবং শরীরের ভেতরের ক্ষতিকর টক্সিন বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর ভেতর থেকে হালকা এবং সতেজ মনে হয়।

নুন জল খুব মৃদু এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। স্নান করার সময় এই জল ত্বকের উপরিভাগের মরা কোষ বা ডেড স্কিন সেলগুলোকে আলতো করে সরিয়ে দেয়। এর ফলে ত্বক হয়ে ওঠে নরম, মসৃণ এবং ভেতর থেকে উজ্জ্বল। যাঁদের পিঠে বা কাঁধে ব্রন বা র‍্যাশের সমস্যা রয়েছে, নুনের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণের কারণে তাঁরা এই অভ্যাসে দারুন উপকার পাবেন। বর্ষা কিংবা গরমে ত্বকে নানা রকম অ্যালার্জি, চুলকানি বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের

সমস্যা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। নুন হল প্রকৃতির নিজস্ব অ্যান্টিসেপ্টিক। স্নানের জলে নুন মেশালে তা ত্বকের ছোটখাটো ইনফেকশন, র‍্যাশ বা চুলকানির অস্বস্তি কমাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। ত্বককে রাখে সুরক্ষিত ও জীবাণুমুক্ত।

উদ্বেগ আর স্ট্রেসের কারণে রাতের ঘুমটা ঠিকঠাক হচ্ছে না? আজ রাত থেকেই স্নানের জলে নুন মেশানো শুরু করুন। নুন জল শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয় এবং স্নায়ু শান্ত করতে সাহায্য করে। এই স্নান আপনার শরীরে এক ধরণের আরামদায়ক অনুভূতি এনে দেবে, যা মনকে শান্ত করবে এবং আপনাকে উপহার দেবে একটা গভীর, শান্তির ঘুম।

রোজকার সাধারণ টেবিল সল্ট ব্যবহার করতেই পারেন, তবে সেরা ফলের জন্য রক সল্ট , সি সল্ট বা এপসম সল্ট বেছে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। জল যেন খুব বেশি গরম না হয়, হালকা গরম বা ঈষদুষ্ণ জলেই নুন ভালো কাজ করে। তাহলে আর দেরি কেন? আজ থেকেই আপনার বাথটাব কিংবা বালতির জলে মিশিয়ে নিন এক চিমটে নুন, আর ঘরোয়া উপায়েই উপভোগ করুন লাক্সারি স্পা-এর আমেজ!

ফুল গাছ ভরে যাবে ফুলে এই সহজ টিপসগুলো মানলে

এই সমস্যা আমাদের মতো ছাদবাগান বা ব্যালকনি বাগানপ্রেমীদের খুব চেনা এক মাথাব্যথার কারণ। অনেক সময় আমরা ভাবি, বেশি সার দিলেই বুঝি গাছ ফুলে ফুলে ভরে উঠবে। কিন্তু সত্যি বলতে, অতিরিক্ত সার দেওয়াটাই অনেক সময় গাছের ফুল না ফোটার আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়! অনেক যত্ন করছেন, দামি দামি সার এনে নিয়ম করে টবে ঢালছেন, তাও সাধের গাছটায় কুঁড়ির দেখাই নেই? এই সমস্যা আমাদের মতো ছাদবাগান বা ব্যালকনি বাগানপ্রেমীদের খুব চেনা এক মাথাব্যথার কারণ। অনেক সময় আমরা ভাবি, বেশি সার দিলেই বুঝি গাছ ফুলে ফুলে ভরে উঠবে। কিন্তু সত্যি বলতে, অতিরিক্ত সার দেওয়াটাই অনেক সময় গাছের ফুল না ফোটার আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়! আমরা যখন বাজার থেকে সাধারণ সার এনে গাছে দিই, তাতে প্রায়ই নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। নাইট্রোজেন গাছের পাতা আর ডালপালা সবুজ ও ঝাঁকড়া করতে সাহায্য করে, কিন্তু ফুল ফোটাতে বাধা দেয়। গাছ যদি খুব সবুজ আর বড় হয়ে ওঠে অথচ ফুল না আসে, তবে বুঝবেন নাইট্রোজেনের দাপট বেশি হয়েছে। নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার দেওয়া সাময়িক বন্ধ রাখুন। তার বদলে পটাশিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ সার (যেমন-

হাড়ের গুঁড়ো বা কলার খোসা ভেজানো জল) দিন। এগুলোই কুঁড়ি আসতে আসল সাহায্য করে। গাছের ফুল না ফোটার অন্যতম বড় কারণ হল পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাব। জবা, অপরাজিতা, গোলাপ বা যেকোনও মরশুমি ফুলের গাছের দিনে অন্তত ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা কড়া রোদের প্রয়োজন হয়। ব্যালকনির হালকা ছায়ায় গাছ বেঁচে তো থাকবে, কিন্তু ফুল দেবে না।

টবের জায়গা পরিবর্তন করুন। আপনার বাড়ির যে অংশে সবচেয়ে বেশি রোদ আসে, গাছটিকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যান। গাছে রোজ নিয়ম করে জল দেওয়া ভালো অভ্যাস, তবে ফুল আনার জন্য মাঝে মাঝে একটু কড়া হতে হয়। টবের মাটি সারাক্ষণ প্যাচপ্যাচে ভেজা থাকলে গাছ অলস হয়ে পড়ে এবং ফুল ফোটানোর চেয়ে পাতায় জোর বাড়ায়। গাছে জল দেওয়া ১-২ দিনের জন্য একটু কমিয়ে দিন। যখন দেখবেন টবের ওপরের মাটি শুকিয়ে গিয়েছে এবং গাছের পাতা সামান্য নুয়ে পড়ছে (একে বলে, তখন জল দিন। এই মৃদু ধাক্কা বা স্ট্রেস গাছকে দ্রুত ফুল ফোটাতে বাধ্য করে।

পুরনো আর বুড়ো হয়ে যাওয়া ডালে সহজে ফুল আসতে চায় না। গাছকে নতুন করে চাঙ্গা করতে ছাঁটাই বা প্রুনিং করা খুব জরুরি।

ধারালো কাঁচি দিয়ে গাছের শুকনো, মরা বা অতিরিক্ত ঘন ডালপালা হালকা করে ছেঁটে দিন। ডাল ছাঁটার কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন কচি ডাল বেরোবে এবং সেই নতুন ডালেই আসবে একঝাঁক নতুন কুঁড়ি। দামি রাসায়নিক সার বাদ দিয়ে আপনার রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েই তৈরি করে নিতে পারেন চমৎকার বুস্টার। কলার খোসায় প্রচুর পটাশিয়াম থাকে। কলার খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন অথবা খোসা ৩-৪ দিন জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল গাছের গোড়ায় দিন। ব্যবহৃত চায়ের পাতা ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে টবের মাটিতে দিন। এটি মাটির অম্লতা বাড়ায়, যা জবা বা গোলাপের মতো গাছের ফুল ফোটাতে দারুণ কাজ করে। গাছেরও একটা নিজস্ব সময় থাকে। তাই অতিরিক্ত সার খাইয়ে তাকে ক্লান্ত না করে, সঠিক রোদ, পরিমিত জল আর একটু ভালোবাসার যত্ন দিন। দেখবেন, খুব শিগগিরই আপনার বাগান আলো করে হাসবে প্রথম কুঁড়িটি!

ঘুম থেকে উঠে হাতের তালু ঘষা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকার

সকালের শুরুটা কেমন হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে আমাদের পুরো দিনটা কেমন কাটবে। অনেকেই আছেন যাঁরা ঘুম ভাঙতেই প্রথমে মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ বোলান, যা আদতে দিনটার শুরুতেই শরীরে মানসিক চাপ বা 'স্ট্রেস' তৈরি করে। কিন্তু আপনি কি জানেন, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিজ্ঞান দুই মতেই ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসেই দু'হাতের তালু একে অপরের সঙ্গে ঘষা অত্যন্ত উপকারি? আজকালকার ব্যস্ত লাইফস্টাইলে এই ছোট্ট ৫ সেকেন্ডের অভ্যাস আপনার শরীরে কী কী অবিশ্বাস্য পরিবর্তন আনতে পারে, দেখে নিন। আমাদের হাতের তালুতে অসংখ্য স্নায়ুপ্রান্ত রয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পর যখন আমরা দুই হাত শক্ত করে ঘষি, তখন সেখানে ঘর্ষণজনিত তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ শরীরের সুপ্ত স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে তোলে। ফলে অলসতা বা ঘুম-ঘুম ভাব কেটে গিয়ে নিমেষেই শরীরে এক ধাক্কায় এনার্জি চলে আসে। হাতের তালু ঘষার ফলে উৎপন্ন তাপ এবং উদ্দীপনা হৃদপিণ্ডের রক্ত চলাচল প্রক্রিয়াকে সচল করতে সাহায্য করে। এটি পুরো শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে মসৃণ করে। বিশেষ করে যাঁরা সকালে উঠে হাত-পায়ে একটু আড়ষ্টতা বা পেশিতে টান অনুভব করেন, তাঁদের জন্য এই অভ্যাস দারুণ কার্যকরী। দুই হাতের তালু কিছুক্ষণ ঘষে নেওয়ার পর যখন তা হালকা গরম হয়ে উঠবে, তখন সেই উষ্ণ তালু দুটি আলতো করে বন্ধ চোখের ওপর

রাখুন। হাতের এই প্রাকৃতিক ও মৃদু ওম চোখের চারপাশের পেশিগুলোকে শিথিল করে। এটি চোখের ক্লান্তি দূর করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে এবং চোখের শুষ্ক ভাব কমাতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞান বলছে, হাতের তালুর সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার ঠিক পর পর মস্তিষ্ক কিছুটা আলসে মোডে থাকে। তালু ঘষার ফলে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়, তা সরাসরি মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। এর ফলে মনোযোগ বা ফোকাস করার ক্ষমতা বাড়ে। সনাতন ধর্মে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে মনে করা হয়, আমাদের হাতের অগ্রভাগে দেবী লক্ষ্মী, মধ্যভাগে দেবী সরস্বতী এবং মূল বা গোড়ায় গোবিন্দ অবস্থান করেন। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই হাতের তালু ঘষে তা দর্শন করলে ইতিবাচক শক্তির বিকাশ ঘটে, যা সারাদিনের কাজে সাফল্য এনে দেয়।

আগরতলায় গো গ্রিন প্লাস আয়োজিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

বিশ্বমঞ্চে

● প্রথম পাতার পর

সাফল্যের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৬ সালে যেখানে মাত্র ৫০২টি স্টার্টআপ স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং ৩০৮টি সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২.২৩ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপ স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ২৩.৩ লক্ষের বেশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই স্টার্টআপগুলির প্রায় ৪৮ শতাংশে অন্তত একজন মহিলা পরিচালক বা অংশীদার রয়েছেন, যা উদ্যোক্তা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া এমসিএ২১ প্রকল্প-এর মাধ্যমে কর্পোরেট নিবন্ধন ও নথি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৩.৮৪ কোটি নথি জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩.৩৩ কোটি 'স্ট্রেট থ্রু প্রসেস'-এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য চালু হওয়া উদ্যম নিবন্ধন পোর্টাল-এও বিপুল সাড়া মিলেছে। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে যেখানে নিবন্ধনের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০,০২০, সেখানে ২০২৬ সালের ৫ জুন পর্যন্ত তা বেড়ে ৮.৫৮ লক্ষেরও বেশি হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, এসব সংস্কার ভারতের ব্যবসায়িক পরিবেশকে আরও প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছ ও বিনিয়োগবান্ধব করে তুলেছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

গ্যাসের দাম

● প্রথম পাতার পর

তিন মাসের ব্যবধানে ফের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য, আমদানি ব্যয় এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কারণকে মূল্য সংশোধনের অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। তবে মূল্যবৃদ্ধির ফলে দৈনন্দিন সংসার খরচে বাড়তি চাপ পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সাধারণ গ্রাহকরা। নতুন মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে গ্যাসের দাম স্থানভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। স্থানীয় কর ও পরিবহণ ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারিত হয়।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়। সমাধান হওয়ার পর পুনরায় তা কিষান হেল্পলাইন সেন্টারের-তে ফেরত আসে কৃষকদের মতামত নিয়ে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য। আধুনিক কল ম্যানেজমেন্ট ও অ্যানালিটিক্স সিস্টেমের মাধ্যমে এই কেন্দ্র পরিচালিত হয়। তিনি জানান প্রতিটি কলের কল ডাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়, যেখানে কল আইডি, সময়কাল, স্ট্যাটাস এবং টাইমস্ট্যাম্প অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রযুক্তিনির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আগরতলার কিষান হেল্পলাইন সেন্টারের কৃষক, কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

বর্ষার আগমন

● প্রথম পাতার পর

ধরনের বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির ফলে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি, পানীয় জল সরবরাহ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মৌসুমি বৃষ্টিপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলে আশা করছেন রাজ্যবাসী।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

(উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)-এর প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি যোগ দিতে পারেন বলে জানা গেছে।

রাজ্যসভা নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই বৈঠক ডাকা হলেও, বৈঠক শুরুর আগেই শরিকদের অসন্তোষ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিরোধী জোটের সামনে ঐক্য বজায় রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভুয়ো প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগে টেলিগ্রাম চ্যানেলের বিরুদ্ধে মামলা, কড়া নজরদারিতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ

লখনউ, ৭ জুন (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার আগে 'ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র'-এর প্রলোভন দেখিয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রতারণার অভিযোগে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ইউপিপি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র' নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল পরীক্ষার্থীদের কাছে ভুয়ো প্রশ্নপত্র বিক্রির প্রস্তাব দেয়। অভিযোগ, প্রশ্নপত্র পাওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৮,০০০ টাকা করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

চ্যানেলটি একটি কিউআর কোড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও শেয়ার করেছিল, যাতে আগ্রহী পরীক্ষার্থীরা টাকা জমা দিতে পারেন। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার পর তদন্ত শুরু হয়।

এই নিয়োগ পরীক্ষা উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ৩২,৬৭৯টি কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লখনউয়ের হুসেনগঞ্জ থানা-এ টেলিগ্রাম চ্যানেলটির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ চ্যানেলটির পরিচালকের পরিচয় এবং প্রতারণায় ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে উত্তর প্রদেশ পুলিশ নিয়োগ ও পদোন্নতি বোর্ড পরীক্ষার আগে সতর্কবার্তা জারি করেছে। বিশেষ করে জাল নথি ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীদের হয়ে পরীক্ষায় বসা তথাকথিত 'প্রবলেম সলভার'-দের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বোর্ড জানিয়েছে, ধরা পড়লে শুধু আইনি শাস্তিই নয়, অভিযুক্তদের সম্পত্তির বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিরাপদে স্ট্রংরুমে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হবে।

একই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের গুজব থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা ৮ জুন (সোমবার) থেকে শুরু হচ্ছে। প্রায় ২৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যের ১,১০০-রও বেশি পরীক্ষাকেন্দ্রে ৮ জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন দুটি শিফটে পরীক্ষা নেওয়া হবে প্রথম শিফট সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফট বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত।

অসমে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল, চালু হবে 'ব্লু ভ্যালিজ' ক্লাস্টার উদ্যোগ

গুয়াহাটি, ৭ জুন (আইএএনএস): ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে ৮ ও ৯ জুন দু'দিনের সফরে অসমে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের 'টিম ইউরোপ' প্রতিনিধি দল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইইউ-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত যৌথ কৌশলগত কর্মসূচির আলোকে এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

ইইউ-র এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরার সঙ্গে ইউরোপের সহযোগিতা আরও গভীর করার লক্ষ্যেই এই সফর।

সফরে নবায়নযোগ্য ও সবুজ শক্তি, টেকসই নগর পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধশিল্প, সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন, চা ও কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ফ্লেভার ও ফ্র্যাগর্যান্স শিল্প এবং আয়ুষ-এর মতো ক্ষেত্রগুলিতে সম্ভাব্য সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রতিনিধি দলে থাকবেন ভারতে ও ভুটানে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত হার্ভে ডেলফিন-সহ বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, ঊর্ধতন প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় শিল্প-বাণিজ্য মহলের প্রতিনিধিরা।

সফরকালে প্রতিনিধি দল অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবে। পাশাপাশি, ভারতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ফেডারেশন-র নেতৃত্বাধীন একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করবে।

৯ জুন প্রতিনিধি দল 'ব্লু ভ্যালিজ: বিল্ডিং ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড ভ্যালু চেইনস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউরোপ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেবে। অসম সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় ইউরোপ ও ভারতের শিল্প সংস্থাগুলি টেকসই মূল্যশৃঙ্খল, শিল্প ও উদ্ভাবনভিত্তিক অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে।

এই সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অসমের প্রথম 'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার'-এর উদ্বোধন। সুগন্ধি, ফ্লেভার, আয়ুষ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এই নতুন শিল্পকেন্দ্র। 'পাবলিক-প্রাইভেট-পিপল পার্টনারশিপ' মডেলের এই ক্লাস্টার ইউরোপ, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং ভুটানের মধ্যে উদ্ভাবন, গবেষণা, টেকসই উৎপাদন ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের ইইউ-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত 'ব্লু ভ্যালিজ' উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অসম সরকার এই পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

'ব্লু ভ্যালি' উদ্যোগের লক্ষ্য হল শিল্প ক্লাস্টার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) সংযোগ এবং নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তোলার মাধ্যমে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযাগিতা বাড়ানো, একই সঙ্গে পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। পরিচ্ছন্ন শক্তি, প্রাকৃতিক উপাদানভিত্তিক শিল্প, বাঁশশিল্প, পরিবেশবান্ধব বস্ত্র, বায়োটেকনোলজি, সুস্থতা ও স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এই প্রকল্পের মূল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র।

রাষ্ট্রদূত হার্ভে ডেলফিন বলেন, "উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষ করে অসমের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কারণে এই অঞ্চল বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ব্লু ভ্যালিজের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা শুধু সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করছি না, বরং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছি, যা ইউরোপ এবং ভারতের উভয়ের জন্যই লাভজনক হবে।"

তিনি আরও বলেন, "ইইউ-ভারত সম্পর্ক জোরদারের যে রূপরেখা শীর্ষ সম্মেলনে তৈরি হয়েছে, তা বাস্তবে সফল করতে হলে রাজ্যস্তরে তার কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরি। অসমের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং ব্লু ভ্যালির মতো উদ্যোগে আমরা ইতিবাচক অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি।"

সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দল অসমে নির্মীয়মাণ টাটা ইলেকট্রনিক্স-এর নতুন সেমিকন্ডাক্টর কারখানাও পরিদর্শন করবে।

ইইউ-র মতে, এই সফর ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের সামনে অসমের ব্যবসায়িক পরিবেশ, পরিকাঠামো এবং শিল্প সম্ভাবনার একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরবে। পাশাপাশি, ইইউ-ভারত বাণিজ্য ও প্রযুক্তি পরিষদের আওতায় ডিজিটাল অংশীদারিত্বের গুরুত্বও তুলে ধরা হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ইইউ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে এই সফর।

বিতর্কে

● প্রথম পাতার পর

পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবার সম্প্রসারণ, নতুন হাসপাতাল নির্মাণ এবং চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিসব ক্ষেত্রেই সরকার কাজ করছে। কিন্তু বাম আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। বিধায়িকার দাবি, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক সংকটের মূল কারণ মাঠপর্যায়ের কিছু প্রশাসনিক গাফিলতি। তিনি জানান, হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ আসছিল। বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নজরে আনা হলেও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। তাই জনস্বার্থে তিনি সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। কল্যাণী সাহা রায় আরও বলেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে ১৪ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। তারপরও সাধারণ মানুষ কেন কাঙ্ক্ষিত পরিষেবা পাচ্ছেন না, সেটিই তিনি জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, হাসপাতালের কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসা পরিষেবার মান, কর্মীদের উপস্থিতি, ওষুধ সরবরাহ, রোগী কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার এবং দালালচক্রের সক্রিয়তা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠছিল। শনিবারের পরিদর্শনে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকসহ কয়েকজন কর্মীর অনুপস্থিতির বিষয়ও সামনে আসে বলে দাবি করেন বিধায়িকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র আকার ধারণ করেছে। একদিকে বিরোধী দলনেতা প্রশাসনিক শালীনতা বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেছেন, অন্যদিকে বিধায়িকা হাসপাতালের অনিয়ম ও জনস্বার্থে নিজের পদক্ষেপকে সঠিক বলে দাবি করেছেন। ফলে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল বিতর্ক এখন রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে।

ঝুলন্ত মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের বাড়ি করবুক এলাকায়। পড়াশোনার সুবিধার্থে সুনিতা ও তার বোন ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সম্প্রতি প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তিনি মানসিকভাবে চিন্তিত ছিলেন বলে পরিবারের দাবি। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগরতলা পুর নিগম ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন বাজারের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

কৈলাসহরে নৃত্য-যোগা-হীরা উৎসব ২০২৬ অনুষ্ঠিত, প্রতিভা ও সংস্কৃতির মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ জুন: ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'নৃত্য-যোগা-হীরা উৎসব ২০২৬'। প্রতিভা বিকাশ, শারীরিক সুস্থতা এবং সাংস্কৃতিক চর্চাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

নৃত্যযোগাহীরা সংস্থার উদ্যোগে এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তাহিরা আহমেদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই উৎসবে যোগাসন প্রতিযোগিতা, নৃত্য পরিবেশনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় ও স্মারকচিহ্ন প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মফস্বর আলী, জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অমিত যাদব এবং জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চা ও যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৃত্য, যোগ ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে আয়োজিত এই উৎসব শুধু প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রেই নয়, সুস্থ ও সৃজনশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উৎসবটি সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন অতিথিরা। উৎসবকে কেন্দ্র করে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এআইডিএসও -র উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রগতি বিদ্যাভবনে এক বর্ণাঢ্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করল এআইডিএসও। রবিবার অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং অনুষ্ঠানকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা ও শিল্প প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জীবন, াহিত্য, সংস্কৃতি এবং মানবতাবাদী আদর্শকে কেন্দ্র করে নানা বিষয়ের ওপর চিত্রাঙ্কন করে অংশগ্রহণকারীরা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাদর্শ, সাহিত্যকর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। তারা আরও জানান, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশের পাশাপাশি দেশের মহান মনীষীদের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। গোটাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

ঝাড়খণ্ড থেকে প্রথমবার বিদেশে আম রফতানি ব্রিটেনে পাঠানো হল আম্রপালি আমের চালান

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের কৃষি রফতানির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। প্রথমবারের মতো রাজ্য থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তাজা আম বিদেশে রফতানি করা হয়েছে। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-র সহায়তায় ঝাড়খণ্ডের আমের প্রথম চালান যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক।

গত ৪ জুন কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই রফতানি কর্মসূচির সূচনা করা হয়। ঝাড়খণ্ডের কৃষক উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

রফতানিকৃত চালানে রয়েছে ১.৫ মেট্রিক টন তাজা আম্রপালি আম। এই আম সংগ্রহ করা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের সিমডেগা জেলার বানো ব্লকের মহিলা পরিচালিত কৃষক উৎপাদক সংস্থা বেউরা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড-এর কাছ থেকে। আমের এই চালান লন্ডনে রফতানি করছে জেজিবি এগ্রোফ্রেশ প্রাইভেট লিমিটেড। এপেডার উদ্যোগে সংস্থাটি বেউরা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এর আগে, ৫ মে সিমডেগা জেলায় এপেডা একটি রফতানিমুখী সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। সেখানে কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও), কৃষক উৎপাদক কোম্পানি (এফপিসি) এবং প্রগতিশীল কৃষকদের আন্তর্জাতিক বাজার, রফতানি সংক্রান্ত নিয়ম, গুণমানের মানদণ্ড এবং বাণিজ্যিক সুযোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণের পর এপেডা সরাসরি বেউরা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি এবং জেজিবি অ্যাগ্রোফ্রেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক মানের আম সংগ্রহ ও রফতানির পথ সুগম হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষকেরা দেশীয় বাজারের তুলনায় ইতিমধ্যেই বেশি দাম পাচ্ছেন। পাশাপাশি, উন্নত ফসল-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার ক্ষেত্রেও কৃষকদের উৎসাহিত করবে এই প্রকল্প।

অনুকূল কৃষি-আবহাওয়ার জন্য ঝাড়খণ্ডকে উদ্যানপালনের সম্ভাবনাময় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যে উৎপাদিত আম্রপালি আম তার গুণমানের জন্য পরিচিত এবং দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

আগরতলায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আগরতলার লোটাস ক্লাবে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল শিবনগর রোটারি ক্লাব এবং লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা সিটি। রবিবার অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লোটাস ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ, লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা সিটির কর্তৃপক্ষ এবং আয়োজক সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা, রক্তচাপ (ব্লাড প্রেসার) পরীক্ষা সহ বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যে। আয়োজকরা জানান, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে সকাল থেকেই মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এলাকার বাসিন্দারা এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিজেপি ৬-আগরতলা মণ্ডলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান। ছবি নিজস্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 08-06-2026, 01:13

The Executive Tripura on be tendering sys Firms/Private PWD/CPWD

খান স্যারের বিরুদ্ধে এফআইআর ঘিরে বিতর্ক তীব্র, আত্মীয়-প্রতিবেশীদের বিস্ফোরক অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (আইএএনএস): জনপ্রিয় শিক্ষক ফয়সাল খান ওরফে 'খান স্যার'-কে ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। পাটনার কদমকুয়ান এলাকার একটি কোচিং প্রতিষ্ঠানে গুলি চালানোর ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।

তদন্ত চলাকালীন উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় তাঁর আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে।

খান স্যারের কাকা নিসার আহমেদ খান দাবি করেন, "তাঁর বিশেষ কোনও উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। তাঁর সঙ্গে যে ডিগ্রিগুলির কথা বলা হয়, সেগুলিও প্রকৃত নয়। তবে তিনি অত্যন্ত ভালো বক্তা এবং বক্তৃতার মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রথম দিকে তাঁর স্বভাব ভালো ছিল, কিন্তু পরে আরও বেশি অর্থ উপার্জনের মানসিকতা থেকে তাঁর আচরণ বদলে যায়।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাত্রছাত্রীদের পোস্টারে নিজের ছবি ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। তাঁর স্বভাব অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম।"

অন্যদিকে, এক প্রতিবেশী অভিযোগ করে বলেন, "সম্প্রতি আমাদের এলাকায় একটি বিরোধের কথা জানতে পেরেছি। অভিযোগ, নিজের প্রভাব ও অর্থবল ব্যবহার করে তিনি আশপাশের বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের সীমানা প্রাচীর জোর করে ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং আমরা মনে করি, এর পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল।"

তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে খান স্যারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিকে, ২ জুন পাটনার কদমকুয়ান এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে ঘটে যাওয়া গুলি চালানোর ঘটনায় খান স্যার, তাঁর দুই নিরাপত্তারক্ষী এবং আরও কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিল কুমার-এর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১০৯ ধারায় (খুনের চেষ্টা) এবং অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, ২ জুন রাত প্রায় ১০টা ১০ মিনিট নাগাদ ঘটে যাওয়া ঘটনার একটি ভিডিও সামনে আসার পর তদন্তে গতি আসে। ওই ভিডিওতে দুই নিরাপত্তারক্ষীকে আকাশে গুলি ছুড়তে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুই নিরাপত্তারক্ষীর নাম তালেবর সিং এবং প্রদীপ কুমার। দু'জনেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের অস্ত্রের লাইসেন্স বিহারের বাইরে থেকে ইস্যু করা হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এফআইআরে উল্লিখিত অন্যান্য অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত এখনও চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুলিশ ও বিএসএফের তৎপরতায় উদ্ধার ৫টি চোরাই গবাদিপশু, বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ

আগরতলা, ৭ জুন: খোয়াই জেলার মরানদীর পাড় এলাকা থেকে চুরি হওয়া পাঁচটি গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ ও বিএসএফ। পুলিশের তৎপরতায় বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে গবাদি পশুর মালিকদের মধ্যে।

জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে মরা নদীর পাড় এলাকা থেকে চারটি গবাদি পশু চুরি হয়। রাত্রিকালীন টহলদারি চলাকালীন খোয়াই থানার এসআই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী দত্তবাড়ি এলাকায় সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে গবাদিপশুগুলিকে নিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখেন। পুলিশি উপস্থিতি টের পেয়ে চোরেরা গরুগুলি ফেলে নদীর দিক দিয়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারটি গরু উদ্ধার করে থানার হেফাজতে রাখে। পরে তদন্তে গরুগুলির মালিক হিসেবে মরা নদীরপাড় এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় গোপে (পিতা: মহাদেব গোপে)-কে শনাক্ত করা হয়। সঞ্জয় গোপে জানান, উদ্ধার হওয়া চারটি গরুর আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লক্ষ টাকারও বেশি।

এদিকে, সীমান্ত সংলগ্ন নদীর পাড় থেকে আরও একটি গরু উদ্ধার করা হয়। ওই গরুর মালিক হিসেবে চন্দন ঘোষকে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চারটি গরু উদ্ধারের সময় চোরদের ধরতে বিএসএফকে খবর দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বিএসএফের সহযোগিতায় নদীর পাড় থেকে পঞ্চম গরুটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ঘটনায় গরু পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

নলছড়ে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের রক্তদান শিবির, রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান মন্ত্রী কিশোর বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের ঘাটতি পূরণ এবং মানবসেবার বার্তা ছড়িয়ে দিতে নলছড় দশমী ঘাট কমিউনিটি হলে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে রক্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে রক্তের চাহিদা পূরণের একমাত্র উপায় হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান। তিনি বলেন, একজন মানুষের রক্তদান অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে পারে, তাই মানবতার স্বার্থে সকলেরই নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে সময়ে সময়ে রক্তের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট দূর করতে সমাজের সব স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে যুবসমাজকে রক্তদান কর্মসূচিতে আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত' গঠনের আহ্বানের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও সকলকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের পদাধিকারী, সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন এবং আয়োজকদের এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানান। রক্তদান শিবিরকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

তোলাবাজি ও হামলার অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা কৈলাস মিশ্র

কলকাতা, ৭ জুন (আইএএনএস): তোলাবাজি, ভয় দেখানো এবং হামলার একাধিক অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কৈলাস মিশ্রকে বিহারের মধুবনী জেলা থেকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

কৈলাস মিশ্র পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেও পরিচিত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এবং তার পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। বালি, হাওড়া ও লিলুয়া থানায় হামলা, ভয় দেখানো এবং তোলাবাজির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছিল।

এই মামলাগুলির ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি বিশেষ দল বিহারের মধুবনী জেলায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। কৈলাস মিশ্রের বাড়ি মধুবনীর বেনিপট্টি ব্লকের আরের পুরওয়ারি টোলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁকে সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করা হবে।

এর আগে শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের পদাধিকারী নির্বাচনে অশান্তি ও হামলার ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) তৃণমূল কংগ্রেসের এক জেলা পরিষদ পদাধিকারী সামসুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন স্বরূপ বিশ্বাস, প্রাক্তন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রযুক্তিবিদদের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' ঘিরে ভাঙচুরের ঘটনাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল।

মধ্য কলকাতায় তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে পুলিশের হানা, পকসো মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি

কলকাতা, ৭ জুন (আইএএনএস): মধ্য কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন-এর বাড়িতে রবিবার সকালে পুলিশি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়াসাঁকো থানার আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ স্ট্রিট সংলগ্ন তাঁর বাড়িতে পৌঁছন।

পুলিশের একটি দল বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে কাউন্সিলরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলেও, অভিযোগ, বাড়ির দরজা খোলা হয়নি। তল্লাশির সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানানো না হলেও, সূত্রের খবর, একটি পকসো মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান।

মহম্মদ জসিমুদ্দিন কলকাতা পুরসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার ওই এলাকা থেকেই কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তিকে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই মামলাটি যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন-এর আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে জসিমুদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ বলে সূত্রের দাবি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ পুলিশ কাউন্সিলরের বাড়িতে পৌঁছয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনও সাড়া না পাওয়ায় পুলিশ বাহিনী বাড়ির বাইরে অবস্থান করে।

অভাবকে জয় করে শিল্পচর্চা, কমলপুরের কিশোর শিল্পী বিরাজ দেবের প্রতিভায় মুগ্ধ সকলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ জুন: প্রতিভার বিকাশে আর্থিক সীমাবদ্ধতা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নাএই কথারই বাস্তব উদাহরণ কমলপুরের তরুণ শিল্পী বিরাজ দেব। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও নিজের নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা এবং শিল্পপ্রেমের মাধ্যমে এলাকাজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।

কমলপুরের ডিয়ার ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দেবের ছেলে বিরাজ দেব বর্তমানে কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা জীবিকা নির্বাহের জন্য গাড়ি চালান। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বিরাজ গত চার বছর ধরে রং-তুলি হাতে নানা ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করে চলেছেন।

ফেলে দেওয়া ও পরিত্যক্ত বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে সেগুলোকেই তিনি শিল্পকর্মে রূপ দিচ্ছেন। তার তৈরি শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে কাঁঠাল পাতায় মা ত্রিপুরেশ্বরীর মুখাবয়ব, পাথরের টুকরোয় প্রজাপতি ও কালীমূর্তি, বাঁশের ডালায় মা দুর্গার প্রতিকৃতি, বিভিন্ন ধরনের মাটির মূর্তি, নারীদের অলংকার, বিয়ের মুকুট ও মালা, পাঞ্জাবি ও ছাতায় নকশা, প্রতিকৃতি অঙ্কনসহ নানা ধরনের কারুকার্যময় সৃষ্টি।

বিরাজ জানান, ছোটবেলায় তিনি কমলপুর ফুলছড়ি এলাকার তিতলি আর্ট স্কুলে শিল্পী শিবব্রত ঘোষের কাছে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত আর্ট শিক্ষা লাভ করেন। এরপর গত চার বছর ধরে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করে চলেছেন। তার তৈরি কিছু সামগ্রী বিক্রিও হচ্ছে বলে তিনি জানান। ভবিষ্যতে একজন দক্ষ আর্ট শিক্ষক হয়ে শিশুদের শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে বিরাজের। নিজের প্রতিভার আরও বিকাশ এবং শিল্পচর্চা এগিয়ে নিয়ে যেতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতাও কামনা করেছেন তিনি।

কমলপুরের এই উদীয়মান শিল্পীর সৃজনশীলতা ও অধ্যবসায় ইতিমধ্যেই বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্থানীয়দের মতে, উপযুক্ত সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে বিরাজ দেব আগামী দিনে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।

বিদ্যাসাগর এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে সুইচগেট নির্মাণের আশ্বাস সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের

আগরতলা, ৭ জুন: দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিদ্যাসাগর এলাকায় সুইচগেট নির্মাণের আশ্বাস দিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। রবিবার তিনি স্থানীয় কর্পোরেটরকে সঙ্গে নিয়ে এলাকাটি পরিদর্শন করেন এবং বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন।

জানা গেছে, বনকুমারী থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে হাওড়া নদীতে জল নিষ্কাশনের জন্য একটি ড্রেন রয়েছে। তবে বর্ষাকালে হাওড়া নদীর জল ওই ড্রেন দিয়ে উল্টো পথে প্রবেশ করায় বিদ্যাসাগর বাজারসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে প্রতি বছরই চরম দুর্ভোগের শিকার হন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। আজ এই এলাকা পরিদর্শন করেছেন সাংসদ।

পরিদর্শন শেষে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিদ্যাসাগর এলাকার এই জলাবদ্ধতা সমস্যা দীর্ঘদিনের এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। তিনি জানান, প্রতাপগড় বিধানসভার অন্তর্গত ৩০ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে রাস্তাঘাট, ড্রেনসহ বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে এলাকাবাসীর সাথে কথা হয়েছে। আগামী দিনে এই সমস্ত চলমান সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি প্রয়োজনে তিনি তাঁর সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।

সাংসদ আরও জানান, এলাকাবাসীর সুবিধার্থে বিদ্যাসাগরে একটি ওয়ার্ড অফিস এবং স্ট্রিট ভেন্ডার জোন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনিক পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্যও একটি সুশৃঙ্খল পরিকাঠামো তৈরি হবে।

এলাকাবাসীরা আশা প্রকাশ করেছেন, দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বহুদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং বর্ষাকালে তাদের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে জিবি বাজার এলাকায় সাফাই অভিযান

আগরতলা, ৭ জুন: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ১২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগরতলার জিবি এলাকায় এক বিশেষ সাফাই অভিযানের আয়োজন করা হয়। বিজেপির ৬ আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

রবিবার আয়োজিত এই সাফাই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর শহর জেলার সভাপতি অসীম সাহা, ৬ আগরতলা মণ্ডলের সভাপতি-সহ দলের অন্যান্য পদাধিকারী ও কর্মীরা।

কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা তুলে ধরা হয়। বিজেপি সদর শহর জেলার সভাপতি অসীম সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকালের

১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন জিবি বাজার এলাকায় ৬ আগরতলা মন্ডলের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'স্বচ্ছ ভারত' কর্মসূচির যে লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে রেখে দেশ এগিয়ে চলেছে, তারই অংশ হিসেবে এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এদিন দলীয় নেতা-কর্মীরা জিবি এলাকার বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

সাব্রুমে ব্যাটারি চালিত অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৩, দু''জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৭ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমায় ফের পথ দুর্ঘটনা। রবিবার দুপুরে গর্জনতলি এলাকায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ব্যাটারি চালিত অটো এবং একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হন। তাদের মধ্যে দু''জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বেলা প্রায় আড়াইটার সময় সাব্রুম থানার অন্তর্গত গর্জনতলি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন এবং আহতদের সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।আহতদের পরিচয় পাওয়া গেছে তপন দাস (৬৭), অনিমা দাস (৫১) এবং কানুলাল দে (৬৩) নামে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে অনিমা দাস ও কানুলাল দে-র শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তপন দাস বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাব্রুম শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাটারি চালিত অটোর অনিয়ন্ত্রিত চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আগরতলায় গ্লো গ্রিনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রযুক্তিনির্ভর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ঘোষণা

আগরতলা, ৭ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রবিবার আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গ্লো গ্রিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, সাউথ জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ্রসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে গ্লো গ্রিনের কর্মকর্তারা আগরতলা শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান, শহরে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আবর্জনা অপসারণ ও পরিবেশ রক্ষার কাজ আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, জিপিএস ও জিপিআরএস-ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন এলাকায় কোথাও আবর্জনা জমে থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করা যাবে এবং প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে প্লাস্টিক বোতল ও অন্যান্য প্লাস্টিকজাত বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ ধরনের ডাস্টবিন স্থাপনের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগ প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে এবং নাগরিকদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশ রক্ষায় প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও টেকসই আগরতলা গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের দক্ষিন জেলাভিত্তিক নারী কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৭ জুন: আজ ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের দক্ষিন জেলা ভিত্তিক নারী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় সিপিআইএম বিলোনীয়া বিভাগীয় কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে। কনভেনশনে সংগঠন কে মজবুত করার লক্ষ্যে এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার উপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন, প্রতি পঞ্চায়েতে নারী ক্ষেত মজুর টিম গঠন করা, শ্রমজীবি নারীদের সংগঠিত করার ডাক দেওয়া হয়। কনভেনশনে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য নেত্রী ঊষা সূর মুখার্জি, এছাড়া ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন, নেত্রী অর্চনা পাল,সংগঠনের জেলা,মহকুমা, নেতৃত্ব বিপুল বৈদ্য,সুবল রায়, জহর দেবনাথ, বিজন পাল সহ অন্যান্যরা। কনভেনশনে সভানেত্রী ছিলেন রিঙ্কু দত্ত।

বিশ্ব সাইকেল দিবসে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা, কৈলাসহরে বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি

কৈলাসহর, ৭ জুন: বিশ্ব সাইকেল দিবস-২০২৬ উপলক্ষে রবিবার ঊনকোটি জেলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া (ওয়াইএএস) দপ্তরের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বহু সাইকেলপ্রেমী ও ক্রীড়ানুরাগী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপার্সন মবস্বর আলি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়ার উদ্যোগে চালু হওয়া " সানডে অন সাইকেল" কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতি রবিবার মানুষকে সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত করা। তিনি বলেন, নিয়মিত সাইকেল চালানো একদিকে যেমন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে, তেমনি পরিবেশ দূষণ কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন ক্রীড়ামন্ত্রী। এরপর শতাধিক সাইকেল আরোহীকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসহর থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি। র‍্যালিটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা পৌঁছে দেয়। উল্লেখ্য, এদিনের কর্মসূচি ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কা

● আটের পাতার পর

দুর্ঘটনায় চালক নিজেও আহত হয়েছেন। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ই-রিক্সার নম্বর টিআর -০১-এম- ২১৪৪ এবং বোলেরো গাড়ির নম্বর টিআর -০১ - সিএফ- ০৭৬৭ বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকাবাসীর মতে, শহরের ব্যস্ত সড়কগুলিতে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখা এবং অসতর্কতার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তারা। ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

বিশালগড়ে বিজেপির সাংগঠনিক

● আটের পাতার পর

পৌঁছে দিতে দলীয় কর্মীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এদিনের সাংগঠনিক উঠান সভায় স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথভিত্তিক সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন দলের নেতৃবৃন্দ

জলাবাজারে মার্কেট শেড ভাঙা ঘিরে

● আটের পাতার পর

বাস্তবায়নের সঙ্গে একই ব্যক্তির সম্পৃক্ততা নিয়ে সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্নও উঠেছে। ফলে গোটা প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে এলাকায় চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করুক এবং প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করুক। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

বামুটিয়ায় অটো শ্রমিকদের সাধারণ সভা

● আটের পাতার পর

পাশাপাশি সংগঠনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বক্তারা বিশেষভাবে অটোচালকদের যাত্রী সাধারণের সঙ্গে ভদ্র, মার্জিত ও সৌজন্যমূলক আচরণ করার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, একজন চালকের সুন্দর ব্যবহার শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিই নয়, গোটা সংগঠনের সুনাম বৃদ্ধি করে। যাত্রীদের উন্নত ও মানসম্মত সেবা প্রদানের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বামুটিয়া ব্লক শাখার অন্তর্গত প্রতিটি অটো রিকশায় বিএমএস-এর লোগো সংবলিত স্টিকার বা পরিচয়চিহ্ন লাগানো বাধ্যতামূলক করা হবে। এর মাধ্যমে সংগঠনের পরিচিতি ও ঐক্যের বার্তা আরও সুদৃঢ় হবে বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

শ্রমিক সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সকল সদস্য সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ক্রীড়াঙ্গন

আগরতলায় সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।।স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (এসজেএফআই) বার্ষিক সাধারণ সভা আগরতলার গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় সকাল সাড়ে ৯টায় গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসের কনফারেন্স হল-এ হয় এজিএম। এতে পৌরহিত্য করেন স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। সভায় সচিবের প্রতিবেদন, আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এজিএম-এর লক্ষ্যে ফেডারেশনের অনুমোদিত ইউনিট গুলির প্রতিনিধিরা শনিবার রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। দীর্ঘ ২০ বছর পর আগরতলায় ফের ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা হলো। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। সাথে লংতরাই গুঁড়া মশলা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম, তনয় দাস, নীলজ্যোতি ট্রাভেলস সহায়তা করেছে। এজিএম-এর পর প্রতিনিধিরা উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে দর্শন করেন এবং পরে নীর মহলের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। শনিবার ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ক্রীড়া সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা এ আই পি এস-এর কার্যকরী কমিটিতে প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় এস. সাবা নায়কনকে বিশেষ ভাবে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন মূল স্পন্সরার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে হেড অব মার্কেটিং জিৎ ভট্টাচার্য্য ও রিজিওনাল ম্যানেজার (পশ্চিম) সুজিত রায়। এছাড়া ছিলেন রাজ্যের প্রথম অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত কিংবদন্তি জিমন্যস্ট মন্টু দেবনাথ। ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা শহর আগরতলার বিভিন্ন পর্যটন স্থান পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে ছিল উজ্জয়ন্ত প্রসাদ, এম বি বি স্টেডিয়াম, আখাউড়া স্থলবন্দর সীমান্ত প্রমুখ। সফল ভাবে এই আয়োজনে সহযোগিতার জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে সকল স্পন্সরার ও ক্লাবের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

মহিলা ক্রিকেটে রামনগর স্পোর্টিং-কে হারিয়ে কো: ফাইনালে এগিয়ে চলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।বল হাতে বিধ্বংসী ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের সাবেক অধিনায়িকা অন্নপূর্ণা দাস। অন্নপূর্ণার ভেলকিতে কুপোকাত রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব। আসরে পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটি ম্যাচে জয় ও একটি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে " সি " গ্রুপে এককভাবে শীর্ষে এগিয়ে চলো সংঘ। রবিবার এগিয়ে চলো সংঘ ১০ উইকেটে পরাজিত করে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব কে। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিজয়ী দলের অন্নপূর্ণা দাস পাঁচ উইকেট দখল করেন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে।এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলোর বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে শুরু থেকে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের ইনিংস। দল মাত্র ৩০ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা রিসা দেববর্মা যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতেন তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ২০ রানের গণ্ডি পার হতো না। রিসা ৪৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস এক রানে পাঁচটি, অস্মিতা রায় ১৫ রানে তিনটি এবং মামন রবিদাস ৬ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ৩৭ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নম দাস ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে এবং মেঘা সরকার কুড়ি বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট : প্রগতিকে হারিয়ে আগরতলা কোচিং সেন্টার কো: ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।।আপাতত শীর্ষস্থানে উঠে আসলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। পাঁচ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট অর্জন করে। বি গ্রুপে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। রবিবার অলংকৃতা সাহার দুরন্ত বোলিংয়ে তৃতীয় জয় পায় আগরতলা কোচিং সেন্টার। ৭ উইকেটে পরাজিত করে প্রগতি প্লে সেন্টারকে। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অলংকৃতা -র বিধ্বংসী বোলিং এর সামনে প্রগতি প্লে সেন্টার মাত্র ৬৭ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ২৯ রান না পেত তাহলে হয়তো বা দলীয় স্কোর ৪০ রানের গণ্ডি পার হতো না। দলের পক্ষে রূপাঞ্জনা শীল ৪৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। আগরতলা কোচিং সেন্টার তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দেবী দাস ৩৯ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে নাদ্রিনা বড়ুয়া ৫৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন।

সেই আমেরিকাতেই বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে নামছে ব্রাজিল ! বেবেতো রোমারিয়োদের সোনালি সময় ফেরাবেন নেমার, ভিনিসিয়াসেরা ?

ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর প্রথম ট্রফি জিততে ব্রাজিলের লেগেছিল ২৮ বছর। তার পর ১২ বছরের মধ্যে তিন বার বিশ্বকাপ জেতে তারা। আবার ২৪ বছর পর ট্রফি জেতে। সেই ট্রফি এসেছিল আমেরিকাতে। বেবেতো, রোমারিয়ো, মাজিনহোদের দলের সেই কীর্তি এখনও অমলিন।

ঘটনাচক্রে, শেষ বার ব্রাজিলের ঘরে বিশ্বকাপ এসেছিল ২০০২-এ। তার পর ঠিক ২৪ বছর কেটেছে। পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীরা আবার ট্রফির দাবিদার হিসাবে খেলতে নামছে আমেরিকায়। গত দু'টি বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল ব্রাজিল। এ বার সমর্থকেরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তার একটা কারণ যদি হয় দলের কোচ, দ্বিতীয় কারণ প্রতিভাবান ফুটবলারদের ভিড়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাফল্যের সঙ্গে কোচিং করিয়েছেন আনচেলোত্তি। পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। তবে প্রথম বার লাতিন আমেরিকায় কোচিং করাতে গিয়েছেন। দেশীয় কোচের গোঁড়ামি ছেড়ে ইটালীয় আনচেলোত্তির উপরেই ভরসা রেখেছে ব্রাজিল। মহাতারকাদের অহংকার এবং ধুরন্ধর বুদ্ধি আনচেলোত্তি এগিয়ে থাকবেন এ রকম অনেক কারণে। রিয়াল মাদ্রিদে ভিনিসিয়াসদের থেকে সেরাটা বার করে এনেছেন। তাঁর কোচিং দক্ষতা প্রশ্নাতীত।দলে একাধিক বিখ্যাত নাম না থাকলেও ভিনিসিয়াস এবং রাফিনহার মতো খেলোয়াড় থাকায় ব্রাজিলের ট্রানজিশন প্লে চমকে দিতে পারে বিপক্ষকে। বিপক্ষের ফুলব্যাককে নাস্তানাবুদ করার দক্ষতা রয়েছে দু'জনেরই। গতিতেও পরাস্ত করতে পারবেন তাঁরা।খুব কম দলের হাতেই গোলকিপিংয়ে এত ভাল বিকল্প রয়েছে। অ্যালিসন বেকার, এদেরসন নিজেদের ক্লাবে প্রথম পছন্দের গোলকিপার। দু'জনের অভিজ্ঞতাই প্রচুর। শট থামানো বা বল বিতরণ, সব বিভাগেই তাঁরা এগিয়ে থাকবেন।সেন্ট্রাল ডিফেন্সে মারকুইনহোস এবং গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের বোঝাপড়া খুবই ভাল। শারীরিক এবং কৌশলগত দিক থেকে তারা বিপক্ষকে চাপে ফেলে দেবেন। বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা সেন্ট্রাল ডিফেন্স রয়েছে ব্রাজিলের।রবার্তো কার্লোস, কাফু, মার্সেলোর মতো ফুটবলার নেই। ফলে ফুলব্যাকে ব্রাজিলের সোনালি দিনও আর নেই। আলেক্স সান্দ্রো বা দানিলোর মতো ফুটবলারের উপরেই ভরসা করতে হবে, যাঁরা নিয়মিত ফুলব্যাকে খেলেন না। উপরে উঠলে দ্রুত নীচে নামার ক্ষমতা তাঁদের নেই।এক সময় ৯ নম্বর, অর্থাৎ নিখুঁত স্ট্রাইকারের পজিশনে রোনাল্ডো ছাড়া কাউকে ভাবা যেত না। এখনকার ব্রাজিল দলে সেই জায়গায় খেলার মতো ফুটবলার নেই। ম্যাথেউস কুনহা, এনড্রিক এবং ইগর থিয়াগোকে দিয়ে কাজ চালাতে হবে। না হলে নির্ভর করতে হবে মিডফিল্ডারদের উপরে।আনচেলোত্তি অতি আগ্রাসী ফুটবলে বিশ্বাস করেন। সে ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডার কাসেমিরো এবং ব্রুনো গিমারায়েসের উপরে শারীরিক ধকল পড়তে পারে। যদি দ্রুত নীচে নামতে না পারেন, তা হলে দুই সেন্টারব্যাক একা হয়ে যাবেন। ব্রাজিলও গোল হজম করবে।এই বিশ্বকাপে উদীয়মান তারকা হতে পারেন এনড্রিক, ইগর থিয়াগো, রায়ানেরা। অতীত প্রজন্মের ছায়া কাটিয়ে বেরোনোর বিশ্বমঞ্চে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ ব্রাজিলীয় থাকেন উত্তর আমেরিকায়। ফলে ব্রাজিল যেখানেই খেলতে যাক, সমর্থনের অভাব হবে না। নিউ ইয়র্ক এবং মায়ামিতে প্রচুর ব্রাজিলীয় খেলা দেখতে মাঠে ভিড় করবেন। ফলে 'হোম অ্যাডভান্টেজ' পাবে ব্রাজিল।আমেরিকায় শেষ যে বার বিশ্বকাপ হয়েছিল, ব্রাজিল ট্রফি জিতেছিল ২৪ বছরের খরা কাটিয়ে। ২০২৬-এ আবার বিশ্বকাপ আমেরিকায়। ব্রাজিলও শেষ বার ট্রফি জিতেছে ঠিক ২৪ বছর আগে।

সাত বছরের অপেক্ষার অবসান, বাংলাদেশকে গুঁড়িয়ে ফের সাফ মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ভারত

সাত বছরের অপেক্ষার অবসান। ফের সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতল ব্লু টাইগ্রেসরা। ফাইনালে বাংলাদেশকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ওপার বাংলার খেতাবের হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন চুরমার করে দিলেন সঙ্গীতা-সানফিদারা। ফাইনালে ভারত জিতল ৩-১ গোলে।এমনিতে সাফের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে ভারতের মেয়েরা। গ্রুপ পর্ব থেকে সেমিফাইনাল-ফাইনালে নামার আগে একটি গোলও হজম করতে হয়নি সঙ্গীতা বাসফোরদের। ফাইনালে তাই কিছুটা ফেভারিট হিসাবেই নামে ভারত। তবে প্রথম আধ ঘণ্টা প্রায় সমানে সমানে টক্কর দেয় বাংলাদেশও। ম্যাচের প্রথম গোলটি টিম ইন্ডিয়া পায় ম্যাচের ৪২ মিনিটে। পেয়ারি জাজার গোলে এগিয়ে যায় ব্লু টাইগ্রেসরারা। যদিও প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে সমতা ফিরিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। ঋতুপর্ণা গোল করে সমতা ফেরান ওপার বাংলার হয়ে।ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই সমানতালে লড়াই করেছে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ভারতের গোল ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দ্বিতিয়ার্ধে মাত্র ৪৮ সেকেন্ডে গোল আসে ভারতের ঝুলিতে। পেয়ারি জাজার বাড়ানো ক্রসে হেড নিয়ে বল জালে জড়ান সানফিদা। সেই গোলের পর ধীরে ধীরে খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয় ভারত। আর তৃতীয় গোলটি কার্যত বাংলাদেশের শেষ আশা ভেঙে দেয়। শেষ পর্যন্ত দাপুটে পারফরম্যান্সে শিরোপা ঘরে তোলে ভারত। তৃতীয় গোলটি ৮২ মিনিটে করেন লিন্ডা কম।শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন সানফিদা। এরপর ছুটে গিয়ে ডাংমেই গ্রেসকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। মাঠজুড়ে শুরু হয়ে যায় ভারতীয় ফুটবলারদের উল্লাস। সাত বছরে বাদে ফের সাফের শিরোপা ভারতের মেয়েদের মাথায়। মাঝে ২০২২ ও ২০২৪ সালে এই খেতাব জিতেছিল বাংলাদেশ।

Affidavit

আমি রোজিনা আক্তার(Rojina Aktar) স্বামী- বিল্লাল হোসেন,বাড়ি- পুটিয়া,ডাকঘর - পুটিয়া, থানা- কলমচৌড়া,জেলা- সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯১০২, এর বাসিন্দা। এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, ০৫/০৬/২০২৬ ইং তারিখে আমি আমার নাম পরিবর্তন করে বিশালগড় নোটারি পাবলিকের সম্মুখে পদত্ত হলপনামা ৩০৩ নং অনুযায়ী আমি সর্বক্ষেত্রে রুজিনা আক্তার(Rujina Aktar) নামেই পরিচিত হব। রুজিনা আক্তার (Rujina Aktar) এবং রোজিনা আক্তার (Rojina Aktar) উভয় নামই একই ব্যক্তি।

সৌরভের পারফরম্যান্সে সহজ জয় বাধারঘাটের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো বাধারঘাট স্কুল। সৌরভ সরকারের অলরাউন্ড পারফরমেন্সে। ৬ উইকেটে পরাজিত করলো রামঠাকুর পাঠশালা বালক বিদ্যালয়কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। রবিবার আমতলী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এই দিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে রামঠাকুর পাঠশালা মাত্র ৬৫ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার শরৎ বসাক ৪৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং দিপেন ঘোষ ১২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দলের আর কোন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। বাধারঘাট স্কুলের পক্ষে দলনায়ক সৌরভ সরকার সাত রানে চারটি, সোমরাজ চক্রবর্তী ১১ রানে তিনটি এবং অমন দে নয় রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বাধারঘাট স্কুল ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে জয়রাজ ২৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং দল নায়ক সৌরভ সরকার ১৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে। রামঠাকুর পাঠশালার পক্ষে দিপজয় দেবনাথ ২৪ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে সদর-বি সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।।সেমিফাইনালে উঠলো সদর বি। কৈলাসহর মহকুমাকে পরাজিত করে। ছোটদের রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। রবিবার নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর বি ৭ উইকেটে পরাজিত করে কৈলাসহর মহকুমাকে। বিজয়ী দলের দ্বীপ সাহা চারটি উইকেট এবং সৌম্যজিৎ মজুমদার ৩২ রান করে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কৈলাসহর মহকুমা মাত্র ৭৩ রান করতে সক্ষম হয়েছে।দলের পক্ষে ঋতুরাজ পাল ৯৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, প্রীতম গোপ ৩৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ এবং দীপালক সিনহা ৪৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। সদর " বি " এর পক্ষে দীপ সাহা ২০ রানে ৪ টি এবং কৌশিক ঘোষ ৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর " বি " ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সৌম্যজিৎ মজুমদার ৩৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং উদয়ন পাল ৩১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ত্রিশ রান করে। কৈলাসহর মহকুমার পক্ষে রত্নদ্বীপ মালাকার সাত রানে তিনটি উইকেট দখল করে।

সোনামুড়া নকআউট সেমিফাইনালে উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।।সেমিফাইনালে সদর " বি " র মুখোমুখি হবে উদয়পুর মহকুমা। ১০ জুন হবে আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। রবিবার নর্থ বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি। তাতে উদয়পুর মহকুমা নয় উইকেটে পরাজিত করে সোনামুড়া মহকুমাকে। বিজয়ী দলের শাহিন হোসেন চারটি উইকেট এবং কর্নজিত দেওয়ানজি ৪০ রান করে। এই দিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উদয়পুরের বোলারদের ৮৭ আক্রমণের মুখে সোনামুড়া মহকুমা ৯৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রীতম দেবনাথ ২৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং সৌরভ ৫১ বল খেলে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৮ রান। দলের পক্ষে শুভম দেবনাথ এবং স্বতন্দ্র সরকার ক্রমাগর তো ব্যর্থ হলেও কোন কোন এক অলৌকিক কারণে তাদের সব কটি ম্যাচে খেলিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্ট। অথচ দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে যাদের রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ।উদয়পুর মহকুমার পক্ষে শাহীন হোসেন পাঁচ রানে চারটি এবং অলক শীল ১৫ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে উদয়পুর মহকুমা ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার কর্ণজিৎ দেওয়ানজী ৫৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রানে এবং বিপ্রজিত দাস ১১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে এগারো রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে আয়ুস বৈদ্য ৩৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান।

স্কুল ক্রিকেটে অমরপুরকে হারিয়ে সেমিফাইন্যালে সদর 'এ'

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন। অনায়াসেই রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠলো সদর এ। আসরের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে সদর এ কার্যত বিধ্বস্ত করলো অমরপুর মহকুমাকে। পরাজিত করলো ৭ উইকেটে। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। রানীরবাজার স্কুল মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। বিজয়ী দলের অক্ষয় দেব সিং বল হাতে ছিল দুরন্ত। মূলত অভয়ের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অমরপুর মহকুমার ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৫৩ রানে। দলের পক্ষে আশিক দেব ৩৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং নীলাদ্রি শেখর দাস ২৪ ভোল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দলের আর কোন ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সদর এ দলের পক্ষে অভয় দেব সিং ১২ রানে চারটি এবং শ্রেয়াঙ্ক দাস ১৭ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। সহজ লক্ষ্যকে তাড়া করতে নেমে সদর " এ " তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অর্ণব দেববর্মা ৪৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, অভিজ্ঞান দে ১২ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে এবং দীপাঞ্জন দত্ত ৩৪ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১০ রান করে।

বিশালগড়কে বিধ্বস্ত করে ধর্মনগর সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।।সেমিফাইনালে সদর " এ " র মুখোমুখি হবে ধর্মনগর মহাকুমা। ১০ জুন শান্তিরবাজার মহাকুমার বাই ঘোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে হবে আসরের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। রবিবার শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বিশালগড় মহকুমাকে পর্যুদস্ত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ধর্মনগর মহকুমা। ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়েই শেষ চারের টিকিট কেটে নেয় ধর্মনগর মহকুমা। দলকে সহজ জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয় মহসিন হাসান। দুরন্ত বোলিং করে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপক্ষের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি বিশালগড় মহকুমার ক্রিকেটার। দল সর্বসাকুল্যে ৩৫ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল সর্বোচ্চ নয় রান পায় অতিরিক্ত খাতে। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে মহসিন হাসান পাঁচ রানে চারটি, বিহান দাস ১১ রানে তিনটি এবং অংশুমান সরকার সাত রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অর্ণব সিং ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে।

মার্তিনেস-সিমেওনের গোলে হন্ডুরাসকে হারাল আর্জেন্টিনা

টেক্সাসের কাইল ফিল্ডে ২-০ গোলে জিতেছে লিওনেল স্কালোনির দল। এই ম্যাচে রক্ষণ নিয়ে খুব একটা ভাবতে হয়নি তাদের।একাদশ মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। আগুস্তিন জিয়াইয়ের ক্রসে লাউতারো মার্তিনেসের শট ফেরান গোলরক্ষক এদ্রিক মেনহিভার।৩৩তম মিনিটে একটুর জন্য জালের দেখা পাননি জিওভানি লো সেলসো। ক্রসবারে লেগে বল ফেরে মাঠে। ওই বল দখলের লড়াইয়ে নিকোলাস তাগলিফিয়াকোকে ফাউল করেন ক্রিস্তোফার মেলেনদেস। পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা।

৩৭তম মিনিটে সফল স্পট কিকে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে নেন লাউতারো মার্তিনেস। ঠিক দিকেই ঝাঁপ দেন মেনহিভার কিন্তু গতির সঙ্গে পেরে ওঠেননি তিনি।দেশের হয়ে ইন্টার মিলান স্ট্রাইকারের এটি ৩৭তম গোল।

৪৩তম মিনিটে লো সেলসোর শট ঠেকিয়ে ব্যবধান ধরে রাখেন মেনহিভার। দুই মিনিট পর খুব কাছ থেকে সিমেওনের শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি।যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ডি বক্সের ভেতর থেকে লিসান্দ্রো মার্তিনেসের দারুণ বাইসাইকেল কিক একটুর জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। বেরিয়ে যায় ক্রসবার ঘেঁষে।২০২২ বিশ্বকাপে বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া ও কানাডাকে টপকে গ্রুপ সেরা হয় মরক্কো। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ড্রয়ে আসর শুরুর পর হারায় বেলজিয়াম ও কানাডাকে।শেষ ষোলোয় টাইব্রেকারে স্পেনকে বিদায় করার পর, কোয়ার্টার-ফাইনালে থামায় ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর পর্তুগালকে। আফ্রিকার প্রথম দল হিসেবে জায়গা করে নেয় সেমি-ফাইনালে। ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ফ্রান্সের বিপক্ষে হেরে থামে মরক্কোর স্বপ্ন যাত্রা।

আরেকটি আসরের আগে ফিফার মুখোমুখি হলেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক বোনো। এবার তার চোখে আরও বড় স্বপ্ন।"খেলোয়াড়দের সেই মান এখনও আছে। সঠিক মানসিক অবস্থাও আছে। কারণ, এটা বিশ্বকাপ এবং প্রত্যেক খেলোয়াড় এখানে খেলার স্বপ্ন দেখে। কারও জন্য এটা শেষ বিশ্বকাপ, কারও জন্য এটা প্রথম।"

"সত্যি বলতে, এখানে আমাদের চেয়েও ফেভারিট দল আছে। আমাদের দিক থেকে, আমরা ২০২২ সাল থেকে উন্নতির পথে আছি। তাই চেষ্টা করব (সাফল্যের ধারা) ধরে রাখার। আর তা করতে পারলে, কেউ বলতে পারবে না আমরা কত দূর যাব।"'ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২২ নম্বরে রয়েছে মরক্কো। ওয়ালিদ রেগরাগির জায়গায় কোচ হয়ে এসেছেন মোহামেদ ওয়াহবি। তার কোচিংয়ে আরও বেশি সমীহ আদায় করে নিচ্ছে মরক্কো। প্রতিপক্ষ যে তাদের ভিন্ন চোখে দেখছে, ভালোভাবেই নজরে পড়েছে ৩৫ বছর বয়সী বোনোর।"আমরা অনুভব করি, প্রতিপক্ষ এখনও আমাদের শ্রদ্ধা করে এবং এটা অবশ্যই আমাদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে। আমি মনে করি, (দলের মধ্যে) এখন বিশ্বাসের একটা অনুভূতি আছে, হয়তো সেটা আগে আফ্রিকার দল হিসেবে আমরা অনুভব করিনি।"আগামী ১৪ জুন বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে মরক্কো। 'সি'গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও হাইতি। বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে রোববার রাতে নরওয়ের বিপক্ষে খেলবে তারা।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুযোগ পান থিয়াগো আলমাদা। তবে বিপজ্জনক জায়গা থেকেও গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি তরুণ ফরোয়ার্ড।৫০তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া করেন আলমাদা। ডি বক্সে অরক্ষিত ছিলেন তিনি। হাতে সময়ও ছিল প্রচুর। তবুও তাড়াহুড়ায় ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি, অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে যায় বল।চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সিমেওনে। মার্তিনেসের দারুণ ব্যাকহিলে বল পেয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন আতলেতিকো মাদ্রিদ মিডফিল্ডার। দেশের হয়ে এটি তার দ্বিতীয় গোল।৬৩তম মিনিটে এক সঙ্গে তিনটি বদল করেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি। এর একটিতে লিসান্দ্রো মার্তিনেসের জায়গায় নামেন ক্রিস্তিয়ান রোমেরো।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

যুবকের রহস্যময় মৃত্যুর তদন্তে নীরবতা ঘিরে বাড়ছে ক্ষোভ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা

আগরতলা, ৭ জুন: মাত্র ২৮ বছরের এক শিক্ষিত যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু। দেহ উদ্ধারের পর কেটে গেছে কয়েকদিন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে একটি কথাও বলতে নারাজ পুলিশ। আর সেই নীরবতাই এখন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াকে।

গত ৫ জুন সন্ধ্যায় কুমারঘাট থানাধীন ভাটি দুধপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হয় স্বাগত ঘোষ (সাগর)-এর মৃতদেহ। পেশায় গৃহশিক্ষক স্বাগত এমএসসি, বিএড ও বিএসসি ডিগ্রিধারী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ফটিকরায় থানার অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ি এলাকায়।স্থানীয়দের অভিযোগ, যেভাবে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে, তাতে এটি নিছক দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা বলে মনে করার কোনও সুযোগ নেই। উদ্ধারকালে দেখা যায়, যুবকের মুখ ও গলা কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল এবং দেহের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল প্রায় ১০ থেকে ১৫ কেজি ওজনের একটি পাথর। এই দৃশ্য দেখেই এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এদিকে ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন স্বাগতের মা শিপ্রা ঘোষ। সংবাদমাধ্যমের সামনে চোখে জল নিয়ে তিনি বলেন,"আমার ছেলে খুব শান্ত স্বভাবের ছিল। কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। ওকে যেভাবে জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, একজন মা হিসেবে আমি নিশ্চিতআমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে। আমি আমার সন্তানের জন্য বিচার চাই। যারা আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের যেন আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার একটাই আবেদন, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্যিটা সামনে আনা হোক।"

মায়ের এই আর্তনাদ এখন নাড়া দিয়েছে গোটা এলাকাকে। প্রতিবেশীদের প্রশ্ন, যদি এটি সত্যিই একটি হত্যাকাণ্ড হয়, তাহলে এখনও পর্যন্ত কেন কাউকে আটক করা গেল না? কেন তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। কুমারঘাট ও ফটিকরায় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তদন্তের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেও মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। একটি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের এই দীর্ঘ নীরবতা স্বাভাবিকভাবেই নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিচ্ছে। প্রশাসনের কাছ থেকে মানুষ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আশা করে। কিন্তু একজন যুবকের মৃত্যুর পর তদন্ত নিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রাখা জনমনে আরও বেশি সন্দেহ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, তদন্তের স্বার্থে সব তথ্য প্রকাশ না করা পুলিশের অধিকার হতে পারে, কিন্তু অন্তত তদন্ত চলছে কি না, কোনও সূত্র পাওয়া গেছে কি না, সে বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া উচিত। নীরবতা কখনওই মানুষের আস্থা বাড়ায় না, বরং প্রশ্ন আরও গভীর করে। এখন গোটা জেলার নজর এই ঘটনার দিকে। একদিকে সন্তান হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় এক অসহায় মা, অন্যদিকে তদন্ত নিয়ে পুলিশের রহস্যজনক নীরবতা। স্বাগত ঘোষের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, কারা জড়িত, আর কেন এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা গেল নাএই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইছে সমগ্র কুমারঘাটবাসী।মানুষের একটাই দাবিদোষী যে-ই হোক, দ্রুত তাকে আইনের আওতায় এনে স্বাগত ঘোষের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হোক।

জলজ্যান্ত একটি ২৮ বছরের যুবকের মৃতদেহ এভাবে জলাশয় থেকে উদ্ধারের ঘটনা কুমারঘাট এলাকায় প্রথম বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে কেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এই বিষয়ে কোনো তথ্য সামনে আনছেননা তা নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। অনেকেই বলছেন প্রভাবশালী মহল এই মৃত্যুকান্ডের পেছনে জড়িত থাকতে পারে আর তাই হয়তো জনসমক্ষে মুখ খুলতে চাইছেনা পুলিশ। তবে গোটা ঘটনার তদন্তের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা ঊনকোটি জেলার মানুষ।

বিশালগড় বাইপাসে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, আহত বিদ্যুৎ নিগমের চালক, অভিযুক্ত আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ জুন: বিশালগড় বাইপাসে ফের পথ দুর্ঘটনা। রবিবার নারাওয়ারা এলাকায় একটি বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত হন বিদ্যুৎ নিগমের এক চালক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় অভিযুক্ত গাড়িচালককে আটক করে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজার বাইথাং দেববর্মা তাঁর সরকারি গাড়িটি সার্ভিসিংয়ের জন্য নারাওয়ারা এলাকার একটি সার্ভিসিং সেন্টারে পাঠিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেও সেখানে পৌঁছান। সেই সময় সার্ভিসিং সেন্টারের বাইরে রাস্তার ধারে গাড়িটি দাঁড় করানো ছিল।

অভিযোগ, আগরতলার দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি এবং একটি মোটরবাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় আহত হন বিদ্যুৎ নিগমের চালক তুষার দেববর্মা। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত গাড়িচালক জোটন পাষাণকে আটক করেন এবং বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজার বাইথাং দেববর্মা অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত চালক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তার দাবি, প্রায় ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালানোর ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। তিনি এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় মামলা দায়ের করবেন বলেও জানান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বিশালগড় বাইপাসে বেপরোয়া যান চলাচল এবং অপর্যাপ্ত নজরদারির কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি উঠেছে।

ধলেশ্বরে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা পেল পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: রাজধানীর ধলেশ্বর এলাকায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার সকালে ধলেশ্বর ৮ নম্বর রোড এলাকার একটি বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জানা গেছে, ধলেশ্বরের বাসিন্দা শেফালি শিবের বাড়িতে সকালবেলা রান্নার কাজ চলছিল। রান্নার সময় বাড়ির পরিচারিকা লক্ষ্য করেন, গ্যাসের চুলার আগুন বারবার নিভে যাচ্ছে এবং রান্নাঘরে গ্যাসের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করার চেষ্টা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, গ্যাসের রেগুলেটার খোলার সময় আচমকাই সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়লে বাড়ির সদস্যদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরিবারের লোকজন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং দমকল বিভাগকে খবর দেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা। দমকল সূত্রে জানা গেছে, রান্নাঘরে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। এর মধ্যে একটি সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। তবে দমকল বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপে আগুন পাশের অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও বাড়ির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর দমকল কর্মীরা গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং গ্যাসের গন্ধ পেলেই দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বনমালীপুরে ফার্স্টক্রাই ইন্টেলিটটস প্রি-স্কুল ও ডে-কেয়ারের উদ্বোধন করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৭ জুন: বনমালীপুরে ফার্স্টক্রাই ইন্টেলিটটস প্রি-স্কুল ও ডে-কেয়ারের উদ্বোধন করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সুশান্তানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও অতিথিদের বরণের মধ্য দিয়ে। এরপর ফার্স্টক্রাই ইন্টেলিটটসের প্রতিনিধি দল তাদের শিক্ষা দর্শন, পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য এবং কেন এই স্কুল অগরতলার অন্য প্রি-স্কুলগুলো থেকে আলাদা সেটি উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন। অতিথিরা স্কুলের দুটি তলার পুরো পরিসরটি ঘুরে দেখেন যেখানে শিশুদের নিরাপত্তা, সৃজনশীলতা এবং আনন্দময় শিক্ষার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি কোণ তৈরি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবক ও শিশুদের জন্য ছিল একটি মনোমুগ্ধকর ম্যাজিক শো, অভিভাবকদের নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি বিশেষ পরিবেশনা যা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষণীয় করে।

শুধু একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নয়, একটি প্রাণবন্ত পারিবারিক উৎসবে পরিণত করবে। বাণমালীপুর ও আশেপাশের এলাকার বহু পরিবার এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে- যা এই অঞ্চলে মানসম্পন্ন শিশু শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও প্রত্যাশার প্রতিফলন। ফার্স্টক্রাই ইন্টেলিটটস ভারতের বৃহত্তম শিশু পণ্য ও সেবা প্ল্যাটফর্ম ফ্লুস্ঠ্ঞ্চখন.ত্বদ্রদ্ব-এর অধীনে পরিচালিত একটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত প্রি-স্কুল ও ডে-কেয়ার চেইন। বনমালীপুর কেন্দ্রে দেড় বছর থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য চারটি স্তরে শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। টডলার, নার্সারি, প্রি-প্রাইমারি ১ ও ২, এবং ডে-কেয়ার। প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী এবং আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে এখানে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা হয়।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনকে ঘিরে জোর প্রচার, সরগরম আইনজীবী মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: আগামী ১৩ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের আইনজীবী মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা। বিভিন্ন প্যানেল ও প্রার্থীরা ভোটারদের সমর্থন আদায়ে মাঠে নেমেছেন, ফলে আদালত চত্বর ও আইনজীবী মহলে নির্বাচনী আবহ ক্রমশ জমে উঠছে।

নির্বাচন উপলক্ষে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রার্থীরা এবং তাদের সমর্থকরা আইনজীবীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। সম্পাদক পদপ্রার্থী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সদস্য পদপ্রার্থীরাও ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে নিজেদের কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরছেন।

এবারের নির্বাচনে আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষা, পেশাগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত বিকাশ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রতিটি পক্ষই আইনজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে। নির্বাচন ঘিরে আইনজীবীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আদালত চত্বরের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আলোচনা ও মতবিনিময় সভাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে একাধিক শক্তিশালী প্যানেল অংশগ্রহণ করায় এবারের ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন বেশ জমজমাট ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। আগামী ১৩ জুনের ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে আইনজীবী মহলের দৃষ্টি এখন নির্বাচনের ফলাফলের দিকেই নিবদ্ধ।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কা ই-রিক্সার, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: রাজধানীর কুঞ্জবন এলাকায় রবিবার এক পথ দুর্ঘটনায় চারজন যাত্রী আহত হন। জিবি হাসপাতাল সংলগ্ন কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশনের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে এক মহিলার অবস্থা গুরুতর বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি বোলেরো গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় যাত্রীবোঝাই একটি ই-রিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটির পেছনে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে ই-রিক্সা থাকা চারজন যাত্রী আহত হন।

আহতদের মধ্যে সুশীল দাস, জনসন দেববর্মা এবং রাজীব বর্মনের নাম জানা গেছে। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান দমকল কর্মীরা। বর্তমানে সকলেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ই-রিক্সা চালক জানান, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাড়ি তাকে ওভারটেক করলে তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বোলেরো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম থানার বড় সাফল্য, উদ্ধার ২৫টি হারানো মোবাইল ও ৩৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার

আগরতলা, ৭ জুন: চুরি ও হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পশ্চিম থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫টি হারানো মোবাইল ফোন এবং চুরি হওয়া বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণালংকারের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে। রবিবার উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলো আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকসহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।

পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, গত ৯ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল সংঘটিত দুটি পৃথক চুরির ঘটনায় পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলাগুলির তদন্তে নেমে পশ্চিম থানার পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তিনি আরও জানান, তদন্তের স্বার্থে অভিযান চালিয়ে এই দুটি মামলায় মোট ১০ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে। পুলিশের এই সাফল্যে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। পশ্চিম থানার এই সাফল্যকে পুলিশের দক্ষতা ও তৎপরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিশালগড়ে বিজেপির সাংগঠনিক উঠান সভা, উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব

আগরতলা, ৭ জুন: আগামী ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করতে সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় বিধানসভার ১৬/২৩ নং বুথ এলাকায় এক উঠান সভার আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রবিবার বিকেলে নবীনগর পশ্চিমপাড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৬ বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি তপন দাসসহ দলের অন্যান্য নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উন্নয়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়নি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য জনপরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং সেই উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলাবাজারে মার্কেট শেড ভাঙা ঘিরে বিতর্ক, তদন্তের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

ধর্মনগর, ৭ জুন: উত্তর পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জলাবাজার এলাকায় পুরনো মার্কেট শেড ভাঙার কাজকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। জমির মালিকানা, শেড ভাঙার বৈধতা এবং পুরনো নির্মাণ সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নতুন মার্কেট শেড নির্মাণের পরিকল্পনার কথা বলা হলেও এখনও পর্যন্ত নির্মাণকাজ শুরু হয়নি। এরই মধ্যে পুরনো শেড ভাঙার কাজ শুরু হওয়ায় একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, যে জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটি ৭২ জনের যৌথ মালিকানাধীন ব্যক্তিগত জমি। জমির মালিকদের সম্মতি বা প্রয়োজনীয় অনাপত্তিপত্র ছাড়াই ভাঙার কাজ শুরু করা হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

অভিযোগ আরও গুরুতর। স্থানীয়দের দাবি, কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও বাজার কমিটি কিংবা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করা হয়নি। ফলে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবিকা ও ব্যবসার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, উত্তর পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবীর দাস (প্রণয় দাস) এই কাজের বরাত পেয়েছেন। পাশাপাশি পুরনো মার্কেট শেডের টিন, কাঠ ও লোহার মতো সামগ্রী সরকারি অনুমোদন ও নিলাম ছাড়াই বিক্রি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি নথি প্রকাশ্যে আসেনি। এদিকে বাজার কমিটি ও প্রকল্প ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধজং স্কুল অ্যালামনির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৭ জুন ।। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বোধজং স্কুল অ্যালামনি পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ অনলাইন লেখা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বোধজং স্কুল অ্যালামনি অফিস গৃহে এক ঘরোয়া কিন্তু আন্তরিক পরিবেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সদস্য ও তাঁদের পরিবারের প্রতিনিধিদের হাতে মানপত্র, স্মারক এবং বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অ্যালামনি সূত্রে জানা যায়, আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসকে কেন্দ্র করে "মা" বিষয়ক অনুভূতি, স্মৃতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই অনলাইন লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় বোধজং স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতা, ভাষার ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা বিচার করে বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বোধজং স্কুলের বর্তমান শিক্ষার মান এবং সাম্প্রতিক সিবিএসই পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত সদস্যরা এবারের ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী দিনে বোধজং স্কুলের পড়াশোনা, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসবে অ্যালামনি সংগঠন। একইসঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন হিসেবে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যালামনির সম্পাদক ভাস্কর সাহা-সহ সংগঠনের অন্যান্য পদাধিকারী ও সদস্যরা। তাঁরা বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বোধজং স্কুল অ্যালামনির সভাপতি দিলীপ কুমার পাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য, আয়োজক কমিটি এবং উপস্থিত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও সমাজ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অ্যালামনি পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সভাপতির ধন্যবাদসূচক ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বামুটিয়ায় অটো শ্রমিকদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন: আজ ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটো রিকশা মজদুর সংঘের বামুটিয়া ব্লক শাখার উদ্যোগে এক সুশৃঙ্খল ও তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার শুভ সূচনা হয়। সভায় উপস্থিত শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটো রিকশা মজদুর সংঘের জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সঞ্জিত দাস, বামুটিয়া ব্লক শাখার সভাপতি সুরজিৎ আচার্য্য এবং সম্পাদক উত্তম বনিক। এছাড়াও শাখার অন্যান্য পদাধিকারী ও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas